RNI No. 71057/96

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

চোট কাটিয়ে কমনওয়েলথে নীরজ

বর্ষ: ৩০, সংখ্যা: ১৬, কোচবিহার, শুক্রবার, ০৭ অগাস্ট - ২০ অগাস্ট, ২০২৬, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১২

Vol: 30, Issue: 16, Cooch Behar, Friday, 07 August - 20 August, 2026, Pages: 12 Rs. 3

পানি-পথ আর কোচবিহার

কোচবিহার নিউ কদমতলা

রবীন্দ্র নগর বাজারের মাঠ এলাকায় বাড়িতেও জল

হরিশপাল চৌপথি

কোচবিহার রাজবাড়ি

অমরতলা

পঞ্চরঙ্গী মোড় নিউ সিনেমা হলের কাছে

গজেন্দ্র নারায়ণ মন্দির তথা রাসমেলার মাঠের সামনের অবস্থা

রাত অবধি জলমগ্ন কিছু এলাকা

ছবিগুলি তুলেছেন পায়েল সরকার, ননিকা ধর, রিয়া দত্ত ও দেবজ্যোতি চক্রবর্তী।

তৃণমূলের পর এবার বিজেপি নেতাদের উপর 'ডিম থেরাপি'!

নিজস্ব প্রতিবেদন

শীতলকুচি: কোচবিহারের শীতলকুচি ব্লকের ছোট শালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বিজেপির কয়েক জন নেতার উপর ডিম ছোঁড়ার অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে গত ৩ অগাস্ট সোমবার এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। স্থানীয় সূত্রে খবর, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর থেকে ছোট শালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান-সহ অন্যান্য পঞ্চায়েত সদস্যরা নিয়মিত গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে আসছিলেন না। এর জেরে প্রশাসনিক কাজকর্ম ব্যাহত হচ্ছিল বলে অভিযোগ। সোমবার বিজেপির স্থানীয় মণ্ডল সভাপতি পবিত্র অধিকারী তৃণমূলের গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান-সহ অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে অফিসে প্রবেশের উদ্যোগ নিলে বিক্ষুব্ধ একাংশ বিজেপি কর্মী-সমর্থক তাঁদের উদ্দেশ্যে করে ডিম নিক্ষেপ করেন বলে অভিযোগ। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। ঘটনার পর ক্ষুব্ধ কর্মীরা গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে তালা ঝুলিয়ে দেন।

বিক্ষোভকারী বিজেপি কর্মী অমল বসাকের অভিযোগ, দলের কয়েক জন নেতা তৃণমূলের গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের কাছ থেকে কাটমানি নিয়ে তাঁকে অফিসে প্রবেশে সহযোগিতা করছিলেন। তাঁর দাবি, এলাকার উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে না পারা প্রধানকে অফিসে ঢুকতে দিতে চাননি স্থানীয় বাসিন্দারা।

তবে এই অভিযোগের স্বাধীনভাবে সত্যতা যাচাই করা সম্ভব হয়নি। অন্যদিকে, বিজেপির কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ বর্মন বলেন, গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান অফিসে প্রবেশের চেষ্টা করলে স্থানীয় বাসিন্দারা বাধা দেন, যার ফলে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতেই বিজেপি নেতৃত্ব সেখানে গিয়েছিল। তবে বিজেপি নেতাদের উপর ডিম নিক্ষেপের বিষয়ে তাঁর কাছে নির্দিষ্ট কোনও তথ্য নেই বলে তিনি জানান।

মণ্ডল সভাপতি পবিত্র অধিকারী তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাঁর বক্তব্য, বিধানসভা নির্বাচনের পর নতুন করে দলে যোগ দেওয়া কিছু ব্যক্তি অশান্তি তৈরির চেষ্টা করছেন। তিনি বলেন, দীর্ঘদিন ধরে পঞ্চায়েতের কাজ ব্যাহত হওয়ায় সাধারণ মানুষ পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছিলেন। সেই কারণেই প্রশাসনিক কাজ স্বাভাবিক করতে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও সদস্যদের অফিসে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল।

উল্লেখ্য, এর ঠিক দিন দুয়েক আগে রাজারহাটে এক অনুষ্ঠানে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য 'ডিম থেরাপি' প্রসঙ্গে মন্তব্য করে সতর্কবার্তা দিয়েছিলেন যে, এই ধরনের রাজনৈতিক প্রতিবাদ যে কোনও পক্ষের দিকেই ফিরে আসতে পারে। তার পরেই শীতলকুচির এই ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর জল্পনা।

খুঁটিপূজায় শুভারম্ভ দিনহাটার দুর্গোৎসবের

নিজস্ব প্রতিবেদন

দিনহাটা: গত ৫ অগাস্ট বুধবার বৃষ্টিভেজা দুপুরে সম্পন্ন হল দিনহাটা মদনমোহন বাড়ি সার্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটির খুঁটিপূজা। এবার ১২৭তম বর্ষে পদার্পণ করলো এই পূজা। পূজার শুভ উদ্বোধন করেন দিনহাটার বিধায়ক অজয় রায়। এদিনের কর্মসূচিতে বিধায়ক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পূজা কমিটির সদস্য, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং স্থানীয়রা। খুঁটিপূজার পর দুর্গাপূজার বিভিন্ন প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা করেন উদ্যোক্তারা।

বিধায়ক অজয় রায় বলেন, দিনহাটার মদনমোহন বাড়ি সার্বজনীন দুর্গাপূজা এবং এটি শুধু জেলার নয়, সমগ্র উত্তরবঙ্গেরও অন্যতম আকর্ষণ। প্রতিবছর অসংখ্য দর্শনার্থী এই পূজা দেখতে আসেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন, স্থানীয় মানুষের আন্তরিক সহযোগিতা ও পূজা কমিটির উদ্যোগে এবারও সুষ্ঠু ও সফলভাবে দুর্গাপূজার আয়োজন সম্পন্ন হবে।

১২৭ বছরের ঐতিহ্য বহন করে চলা এই দুর্গাপূজাকে ঘিরে ইতিমধ্যেই দিনহাটাজুড়ে উৎসবের আবহ তৈরি হয়েছে। পূজা কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দর্শনার্থীদের জন্য আকর্ষণীয় মণ্ডপ, আলোকসজ্জা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে।

পঞ্চায়েত কর ১,২০০ টাকা নয়, জল্পনায় ইতি টানল রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন

কলকাতা: গ্রামবাংলায় পঞ্চায়েত কর বৃদ্ধি নিয়ে সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়া ও বিভিন্ন মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, পরিবারপিছু পঞ্চায়েত কর ১,২০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে— এমন দাবি সম্পূর্ণ ভুয়ো, ভিত্তিহীন এবং বিভ্রান্তিকর। রাজ্যের সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতে আগের নিয়মেই কর আদায় হবে এবং সাধারণ মানুষের উপর নতুন করে কোনও অতিরিক্ত করের বোঝা চাপানো হচ্ছে না বলেও জানিয়েছে দপ্তর।

সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন, ১৯৭৩-এ কর সংক্রান্ত যে বিধানগুলি এতদিন কার্যকর ছিল, সেগুলিতে কোনও সংশোধন বা পরিবর্তন আনা হয়নি। ফলে বর্তমানে যে হারে এবং যে নিয়মে পঞ্চায়েত কর আদায় করা হচ্ছে, সেই ব্যবস্থাই বহাল থাকবে। কর বৃদ্ধি সংক্রান্ত যে খবর বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে, তার কোনও সরকারি ভিত্তি নেই।

পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের অভিযোগ, একটি বিশেষ মহল উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ভুল তথ্য ছড়িয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি ও আতঙ্ক তৈরি করার চেষ্টা করেছে। এই ধরনের গুজবে বিশ্বাস না করে শুধুমাত্র সরকারি বিজ্ঞপ্তি ও নির্ভরযোগ্য সরকারি সূত্রের উপর ভরসা রাখার জন্য রাজ্যবাসীর কাছে আবেদন জানানো হয়েছে। পাশাপাশি, সরকারের অনুমোদন ছাড়া কর বৃদ্ধির দাবি বা এ সংক্রান্ত কোনও নির্দেশ প্রচার করা সম্পূর্ণ বেআইনি বলেও সতর্ক করা হয়েছে।

দপ্তর আরও জানিয়েছে, ষোড়শ অর্থ কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে সম্প্রতি একটি স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (এসওপি) জারি করা হয়েছিল। কিন্তু সেই নির্দেশিকাকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করে প্রচার করা হয় যে, পঞ্চায়েত করের সর্বনিম্ন হার ১,২০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। বাস্তবে ওই এসওপিতে এমন কোনও নির্দেশ ছিল না। বিষয়টি নজরে আসার পর বিভ্রান্তি দূর করতে সংশ্লিষ্ট নির্দেশিকা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের মতে, পঞ্চায়েত কর স্থানীয় উন্নয়নমূলক কাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হলেও কর নির্ধারণের ক্ষেত্রে আইন অনুযায়ী নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়। তাই কোনও নতুন কর বা করের হার পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত হলে তা সরকারিভাবে বিজ্ঞপ্তি জারি করেই জানানো হবে।

রাজ্য সরকার পুনরায় স্পষ্ট করেছে, বর্তমানে কর সংক্রান্ত কোনও নতুন সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়নি। ফলে রাজ্যের সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতে আগের নিয়মেই কর আদায় এবং প্রশাসনিক কাজ চলবে। একই সঙ্গে ভুয়ো তথ্য ও গুজব ছড়িয়ে বিভ্রান্তি তৈরির বিরুদ্ধে সতর্ক থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে।

চলন্ত ক্যাবে জন্ম এক যমজের

নিজস্ব প্রতিবেদন

কলকাতা: হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই চলন্ত ক্যাবে জন্ম নিল যমজ সন্তানের একজন। পরে সল্টলেকের একটি হাসপাতালে পৌঁছানোর পর জরুরি বিভাগে জন্ম হয় অপর সন্তানের। চিকিৎসকদের তৎপরতায় বর্তমানে মা ও দুই নবজাতকই সুস্থ বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে। হাসপাতাল সূত্রে খবর, সম্প্রতি বিহারের দ্বারভাঙার বাসিন্দা ২৯ বছরের এক অন্তঃসত্ত্বা সল্টলেকে আত্মীয়ের বাড়িতে এসেছিলেন। সেখানে আচমকা প্রসব যন্ত্রণা শুরু হলে তাঁকে ক্যাবে করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় পথেই এক কন্যাসন্তানের জন্ম হয়। হাসপাতালে পৌঁছানোর পর চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে জন্ম হয় দ্বিতীয় সন্তান, এক পুত্রসন্তানের। দুই নবজাতককেই পর্যবেক্ষণের জন্য নিবিড় নবজাতক পরিচর্যা কেন্দ্রে (নিকু) রাখা হয়। হাসপাতালের চিকিৎসক পারমিতা কাঞ্জিলাল চক্রবর্তী জানান, সময়মতো চিকিৎসা ও দ্রুত সিদ্ধান্তের ফলে মা ও দুই নবজাতকই সুস্থ রয়েছেন। পর্যবেক্ষণ শেষে তাঁদের হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

গাঁজা পাচারকাণ্ডে ধৃত ৪

নিজস্ব প্রতিবেদন

মালদা: পৃথক অভিযানে প্রায় ১০ কেজি গাঁজা ও ১ কেজি ১৯০ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করেছে জিআরপি। এ ঘটনায় তিন মহিলাসহ মোট চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ডাউন কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের এসি কামরায় অভিযান চালানো হয়। সেখানে শৌচালয় থেকে বিহারের কাটিহারের বাসিন্দা প্রমীলা দেবী, অঙ্কিতা দেবী ও অর্চনা দেবীকে আটক করা হয়। তাঁদের কাছ থেকে

প্রায় ১০ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে।

অন্যদিকে, মালদা কোর্ট স্টেশনে অভিযান চালিয়ে বিহারের মাধেপুরার বাসিন্দা রানা কুমারকে ১ কেজি ১৯০ গ্রাম ব্রাউন সুগারসহ গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতদের আদালতে পেশ করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে জিআরপি।

অসমের বন্যায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৯৫

নিজস্ব প্রতিবেদন

অসম: অসমের বন্যা পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। রাতভর টানা বৃষ্টিপাত এবং একাধিক নদীর জলস্তর বিপজ্জনকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় বানের তাণ্ডব আরও আশঙ্কাজনক হয়ে উঠেছে। বন্যাজনিত কারণে নতুন করে প্রাণহানির খবর মেলায় মোট মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৯৫-এ দাঁড়িয়েছে। অসম রাজ্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের তথ্য অনুযায়ী, রাজ্যের মোট ১৪টি জেলা বর্তমানে বন্যাকবলিত এবং ১ লক্ষ ৬০ হাজারের বেশি মানুষ চরম দুর্ভোগের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। পরিস্থিতি সবচেয়ে ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে উচ্চ অসমের জেলাগুলিতে। শুধু শিবসাগর জেলাতেই বন্যার কবলে পড়ে প্রাণ হারিয়েছেন ৫০ জন। এছাড়া চরাইদেওয়ে ২১ জন, জোরহাটে ৯ জন, গোলাঘাটে ৫ জন, ধেমাজিতে ৩ জন এবং কার্বি আংলং ও বিশ্বনাথে ২ জন করে মানুষের মৃত্যু হয়েছে।

শোণিতপুর, কামরূপ মেট্রোপলিটন ও মরিগাঁও জেলায় ১ জন করে প্রাণ হারিয়েছেন। বন্যায় প্রায় ১৫ হাজার ৩৪২ হেক্টরেরও বেশি আবাদি জমি জলের তলায় তলিয়ে গিয়েছে এবং ২৬ হাজারের বেশি গৃহপালিত পশু ও হাঁস-মুরগি চরম সঙ্কটে পড়েছে। গোলাঘাট জেলার নুমালীগড়ে ধানসিঁড়ি নদী অত্যন্ত বিপজ্জনকভাবে প্রবাহিত হওয়ায় তীরবর্তী এলাকার বাসিন্দাদের নিরাপদ দূরত্বে থাকার জন্য প্রশাসনের তরফে বিশেষ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

আক্রান্ত জেলাগুলিতে এনডিআরএফ, এসডিআরএফ এবং উদ্ধারকারী দলগুলি রাবার বোটে করে উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে। দুর্যোগ কবলিত মানুষের আশ্রয়ের জন্য ৬টি জেলায় ১০০টিরও বেশি ত্রাণশিবির ও ত্রাণ বণ্টন কেন্দ্র চালু করা হয়েছে, যেখানে ১৮ হাজারেরও বেশি বাস্তুচ্যুত মানুষ আশ্রয় নিয়েছেন। পাশাপাশি সংক্রমণ রুখতে কাজ করছে মেডিকেল ও ভেটেরিনারি টিম। রাজ্য সরকার বন্যাকবলিত পরিবারগুলির জন্য প্রাথমিক ভাবে ৭৫ হাজার টাকার অন্তর্বর্তীকালীন ত্রাণ সহায়তার প্রথম কিস্তি প্রদান শুরু করেছে। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে অসম সফরে এসে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জে পি নাড্ডা মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার সঙ্গে শিবসাগরের দুর্গত এলাকাগুলি পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানান যে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ব্যাপক হলেও কেন্দ্র সরকার অসমের মানুষের পাশে শক্তভাবে দাঁড়িয়েছে এবং সব ধরনের সহযোগিতা করা হবে। বাঁধ, রাস্তাঘাট ও সেতু ভেঙে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা স্তব্ধ হয়ে পড়ার মধ্যে আবহাওয়া দফতর নতুন করে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়ায় স্থানীয় বাসিন্দারা চরম আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন।

এক রাতের বৃষ্টিতে ফের জলমগ্ন কোচবিহার

বর্ষা এলেই শহরবাসীর প্রশ্নের মুখে জলনিকাশি ব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: এক রাতের টানা বৃষ্টিতেই কার্যত জলমগ্ন কোচবিহার শহরের বিস্তীর্ণ এলাকা। ৫ অগাস্ট, বুধবার সকাল থেকেই শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা, বাজার এবং আবাসিক এলাকায় হাঁটু সমান জল জমে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ চরমে ওঠে। রাজবাড়ি চত্বর থেকে শুরু করে মরাপোড়া চৌপথি, অমরতলা, শিবযজ্ঞ রোড, নিউটাউন, হরিণচওড়া-সহ একাধিক এলাকায় রাস্তাঘাট জলমগ্ন হয়ে পড়ে। শুধু পৌর এলাকা নয়, সংলগ্ন পঞ্চায়েত এলাকাতেও একই ছবি দেখা যায়। অনেক জায়গায় যান চলাচল ব্যাহত হয়, স্কুল-কলেজের পড়ুয়া, অফিসযাত্রী এবং ব্যবসায়ীদের সমস্যায় পড়তে হয়। একাধিক দোকান ও বাড়িতে বৃষ্টির জল ঢুকে পড়ায় ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কাও তৈরি হয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, এই জল জমার ঘটনা নতুন নয়। প্রতি বর্ষাতেই সামান্য থেকে মাঝারি বৃষ্টিতে শহরের বিভিন্ন এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ে। তাঁদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে নিকাশি নালা পরিষ্কার না হওয়া, ড্রেনে পলি ও আবর্জনা জমে থাকা এবং অপরিকল্পিত নগর উন্নয়নের ফলেই এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে। অনেকের অভিযোগ, বিভিন্ন এলাকায় পেভার্স ব্লক বসানোর সময় রাস্তার উচ্চতা বাড়ানো হলেও সেই অনুপাতে ড্রেন সংস্কার করা হয়নি। ফলে রাস্তার তুলনায় ড্রেন নিচু না হয়ে উল্টে অনেক ক্ষেত্রে

উঁচু হয়ে যাওয়ায় বৃষ্টির জল দ্রুত বেরোতে পারছে না। এতে অল্প সময়ের বৃষ্টিতেই জল রাস্তায় দাঁড়িয়ে যাচ্ছে এবং দীর্ঘ সময় ধরে তা নামছে না।

বাসিন্দারা আরও অভিযোগ করেন, শহরের গুরুত্বপূর্ণ হাই ড্রেনগুলির একটি বড় অংশ এখনও কাঁচা অবস্থায় রয়েছে। রূপনারায়ণ রোড, মিউনিসিপ্যালিটি বাজার এলাকা, রাজ রাজেন্দ্র নারায়ণ রোড এবং রাজবাড়ির সামনে কেশব রোডের মতো ব্যস্ত এলাকাতেও নিকাশি নালার উন্নয়ন হয়নি। অনেক জায়গায় ড্রেনের ধারে নির্মাণসামগ্রী, বালি ও পাথর ফেলে রাখার কারণে জল চলাচলের পথ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। স্থানীয়দের দাবি, নিয়মিত নজরদারি ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ড্রেনগুলির কার্যকারিতা কমে গিয়েছে। বর্ষা এলেই তার প্রভাব পড়ছে শহরের জনজীবনে।

এদিন সকাল থেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও কোচবিহারের বিভিন্ন জলমগ্ন এলাকার ছবি ও ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে। দেবজ্যোতি চক্রবর্তী, প্রণয় ঘোষের মতো বহু বাসিন্দা তাঁদের এলাকার জলমগ্ন ছবি সামাজিক মাধ্যমে তুলে ধরেছেন, অনেকেই প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এবং দ্রুত স্থায়ী সমাধানের দাবি জানিয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য, প্রতি বছর একই সমস্যার পুনরাবৃত্তি হলেও দীর্ঘমেয়াদি নিকাশি সংস্কারের উদ্যোগ এখনও চোখে পড়ছে না। রাত পর্যন্ত শহরের একাধিক এলাকায় জল নামেনি বলে অভিযোগ ওঠে, ফলে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ আরও বাড়ে। স্থানীয়দের আশা, বর্ষার বাকি সময়ে এমন পরিস্থিতি এড়াতে প্রশাসন যেন দ্রুত নিকাশি ব্যবস্থা সংস্কার, ড্রেন পরিষ্কার এবং জল নিষ্কাশনের স্থায়ী পরিকল্পনা করে। এদিকে মাস্টার প্ল্যানের মাধ্যমে কোচবিহার শহরের নিকাশি ব্যবস্থা সংস্কারের আশ্বাস দিয়েছেন খোদ বিধানসভার স্পিকার তথা কোচবিহার দক্ষিণের বিধায়ক রথীন্দ্রনাথ বোস।

‘পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ’-এ সচেতনতার বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: গত ৪ অগাস্ট মঙ্গলবার কোচবিহার সদর ট্রাফিক পুলিশের উদ্যোগে আয়োজিত ‘পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ’ উপলক্ষ্যে সুনীতি একাডেমি স্কুলে এক সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহজনক অংশগ্রহণ নজর কাড়ে। ট্রাফিক নিয়ম মেনে চলার গুরুত্ব তুলে ধরে বিভিন্ন সচেতনতামূলক বার্তা দেওয়া হয়।

এদিন কোচবিহার কোতোয়ালি থানায় একটি বিশেষ ট্যাবলো গাড়িরও উদ্বোধন করা হয়। এই ট্যাবলোতে সাধারণ মানুষ ট্রাফিক সংক্রান্ত সমস্যা, অভিযোগ বা পরামর্শ লিখে জানাতে পারবেন। সংগৃহীত মতামতের ভিত্তিতে ট্রাফিক ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর ও জনবান্ধব করে তোলাই এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডিএসপি (ট্রাফিক) বিক্রম প্রসাদ, কোতোয়ালি থানার আইসি সুকুমার ঘোষ, সদর ট্রাফিক ওসি সুরেশ দাস-সহ ট্রাফিক পুলিশ ও প্রশাসনের অন্যান্য আধিকারিকেরা।

রথীন্দ্র বোসের উদ্যোগে শুরু নরসিংহ ও লম্বা দীঘি সংস্কার

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: কোচবিহার শহরের ঐতিহ্য রক্ষা এবং জলাশয়গুলির সৌন্দর্য ফিরিয়ে আনতে বড় পদক্ষেপ নিল জেলা প্রশাসন ও পৌরসভা। দীর্ঘদিনের স্থানীয় দাবি পূরণ করে এবং নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে সম্প্রতি আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হলো শহরের ঐতিহ্যবাহী নরসিংহ দীঘি এবং লম্বা দীঘির সংস্কারের কাজ। রাজ্য বিধানসভার স্পিকার তথা কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক রথীন্দ্র বোসের উপস্থিতিতে এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ জলাশয় সংস্কার ও সৌন্দর্যায়ন প্রকল্পের শুভ সূচনা করা হয়। বিধায়কের মূল পরিকল্পনায় শহরের মোট আটটি দীঘিকে পর্যায়ক্রমে পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে, যার প্রথম ধাপ হিসেবে এখন জোরকদমে শুরু হয়েছে নরসিংহ দীঘি ও লম্বা দীঘির সংস্কারকাজ।

বর্তমানে এই দুটি জলাশয় থেকেই জমে থাকা আগাছা অপসারণ, জল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা এবং দীঘিগুলির স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার কাজ চালানো হচ্ছে। বহুকালের জমে থাকা পলি ও কচুরিপানা পরিষ্কার করে দীঘিগুলির জলধারণ ক্ষমতা বাড়ানো, শহরের জল সংরক্ষণ ব্যবস্থা জোরদার করে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা এবং অযত্নে পড়ে থাকা ঐতিহাসিক জলাশয়গুলির অতীত রূপ ও সৌন্দর্য ফিরিয়ে আনাই এই প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর এই উদ্যোগ সফল হওয়ায় স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও আনন্দ লক্ষ্য করা গেছে। এলাকাবাসী আশাবাদী যে, দীঘিগুলি পরিচ্ছন্ন ও ব্যবহারযোগ্য হয়ে উঠলে শহরের রূপ বদলে যাওয়ার পাশাপাশি তারা দৈনন্দিন নানা কাজে ব্যাপকভাবে উপকৃত হবেন।

পরীক্ষার হলেই ‘রহস্যমৃত্যু’ ছাত্রের

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: দিনহাটার একটি স্কুলে পরীক্ষা চলাকালীন অচেতন হয়ে মৃত্যু হয় এক ছাত্রের। মৃত ছাত্রের নাম তন্ময় বর্মন (১৩)। সে দিনহাটা উচ্চ বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির ছাত্র ছিল। স্কুল সূত্রের খবর, গত ৩ অগাস্ট সোমবার স্কুলে সপ্তম শ্রেণির ইংরেজি পরীক্ষা চলছিল। বেলা ১২টা ৫০ মিনিটে পরীক্ষা শেষ হওয়ার কথা ছিল। পরীক্ষা শেষ হওয়ার প্রায় ১৫ মিনিট আগেই, হঠাৎ জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ওই ছাত্র।

ঘটনার পর দায়িত্বরত শিক্ষক-শিক্ষিকারা দ্রুত ছাত্রটিকে প্রাথমিকভাবে সেবা দেওয়ার চেষ্টা করেন। তাঁকে বেঞ্চে শুইয়ে চোখে-মুখে জল দেওয়া হলেও জ্ঞান ফেরেনি। এরপর বিষয়টি প্রধান শিক্ষককে জানানো হয় এবং দ্রুত তাঁকে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

তবে শেষ পর্যন্ত ছাত্রটিকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। ছেলের আকস্মিক মৃত্যুর খবরে ভেঙে পড়েছেন বাবা-মা। ঘটনার আকস্মিকতায় হতবাক স্কুল কর্তৃপক্ষ। মৃত ছাত্রের পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, কয়েক দিন আগে ওই ছাত্রের জ্বর হয়েছিল। ওষুধ খাওয়ার পর সে সুস্থ হয়ে ওঠে এবং আগের দিনও পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল। সোমবারও সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থাতেই সে স্কুলে পরীক্ষা দিতে যায়। কিন্তু পরীক্ষা চলাকালীন আচমকাই অসুস্থতার কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটে। ঠিক কী কারণে ১৩ বছরের ওই ছাত্রের এমন আকস্মিক মৃত্যু হল, তা নিয়ে তদন্ত চলছে।

মাথাভাঙ্গা-২ পঞ্চায়েত সমিতিতে বোর্ড দখল বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন

মাথাভাঙা: দীর্ঘ প্রায় তিন মাস পর গত ৪অগাস্ট মঙ্গলবার কড়া নিরাপত্তার মধ্যে মাথাভাঙ্গা-২ পঞ্চায়েত সমিতির নতুন বোর্ড গঠন করা হয়। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হন বিজেপির অরবিন্দ বিশ্বাস। এদিন সকাল থেকেই বিডিও অফিস চত্বরে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের ভিড় লক্ষ্য করা যায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ঘোকসাডাঙা থানার পুলিশের পাশাপাশি প্রশাসনের আধিকারিকরাও উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে বিজেপির কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ বর্মন, জেলা সহ-সভাপতি প্রতাপ সরকার, জেলা সাধারণ সম্পাদক মনোজ ঘোষ, যুব মোর্চার সাধারণ সম্পাদক প্রশান্ত বর্মণ-সহ একাধিক নেতা উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে মাথাভাঙ্গা-২ পঞ্চায়েত

সমিতির ৩০টি আসনের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস ১৭টি এবং বিজেপি ১৩টি আসনে জয়ী হয়েছিল। পরে বিজেপির তিন সদস্য তৃণমূলে যোগ দেন। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার পর তৎকালীন সভাপতি ড. সাবলু বর্মণ পদত্যাগ করলে প্রায় তিন মাস ধরে পদটি শূন্য ছিল।

মঙ্গলবার সেই শূন্যপদে অরবিন্দ বিশ্বাস সভাপতি নির্বাচিত হন। বোর্ড গঠনের সময় তৃণমূল কংগ্রেসের কোনও সদস্য উপস্থিত ছিলেন না। প্রশাসনিক নিয়ম মেনেই নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। সভাপতি নির্বাচনের পর বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে উৎসবের আবহ দেখা যায়। ফুলের মালা পরিয়ে নবনির্বাচিত সভাপতিকে শুভেচ্ছা জানানো হয় এবং বিডিও অফিস চত্বরে উচ্ছ্বাসের পরিবেশ তৈরি হয়।

পূর্বোত্তর
১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত
বর্ষ: ৩০, সংখ্যা: ১৬, কোচবিহার, শুক্রবার, ০৭ অগাস্ট - ২০ অগাস্ট, ২০২৬

সম্পাদকের কলমে...

উন্নয়নের পাশাপাশি সুশাসনই হোক অগ্রাধিকার

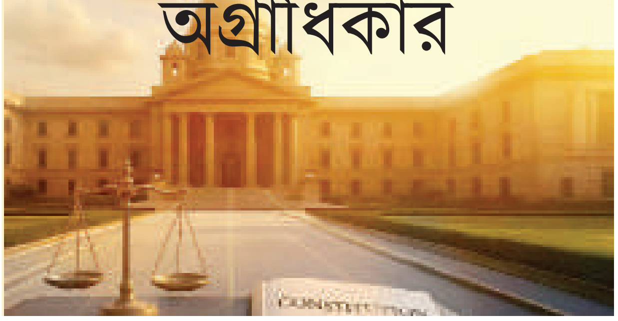

একটি রাজ্য বা জেলার উন্নয়ন কেবল নতুন রাস্তা, সেতু কিংবা সরকারি প্রকল্পের সংখ্যায় পরিমাপ করা যায় না। প্রকৃত উন্নয়নের মাপকাঠি হল—সাধারণ মানুষ কত দ্রুত সরকারি পরিষেবা পাচ্ছেন, প্রশাসনের প্রতি তাঁদের আস্থা কতটা দৃঢ় এবং আইনের শাসন কতটা কার্যকর। উন্নয়নের সঙ্গে সুশাসনের সমন্বয়ই একটি সুস্থ ও শক্তিশালী সমাজ গঠনের মূল ভিত্তি।

বর্তমানে একদিকে আবাসন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়নে একাধিক সরকারি উদ্যোগ বাস্তবায়িত হচ্ছে। আবাস যোজনার মতো প্রকল্পে হাজার হাজার পরিবারের হাতে আর্থিক সহায়তা পৌঁছাচ্ছে, যা নিঃসন্দেহে ইতিবাচক পদক্ষেপ। কিন্তু একই সময়ে সরকারি প্রকল্পে দুর্নীতি, অনিয়ম বা অর্থ অপব্যবহারের অভিযোগও সামনে আসছে। এসব অভিযোগের সত্যতা নির্ধারণের দায়িত্ব আদালত ও তদন্তকারী সংস্থার। তাই কোনো অভিযোগকে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে নয়, আইনের নিরপেক্ষ প্রয়োগের মাধ্যমে বিচার করা জরুরি।

সাম্প্রতিক সময়ে শিশু নিখোঁজ, আইনশৃঙ্খলা-সংক্রান্ত বিভিন্ন ঘটনা এবং সামাজিক নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগও সামনে এসেছে। এসব ঘটনা আমাদের মনে করিয়ে দেয়, উন্নয়নের পাশাপাশি নাগরিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করাও প্রশাসনের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। পুলিশ, প্রশাসন এবং স্থানীয় মানুষের সমন্বিত উদ্যোগেই নিরাপদ সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব।

আজকের সময়ে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন স্বচ্ছতা, জবাবদিহি এবং মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা। রাজনৈতিক পরিচয় বা মতাদর্শের ঊর্ধ্বে উঠে জনস্বার্থকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে। উন্নয়নের সুফল তখনই অর্থবহ হবে, যখন সমাজের প্রতিটি মানুষ সমান সুযোগ, নিরাপত্তা এবং ন্যায়বিচারের নিশ্চয়তা পাবেন। গণতন্ত্রের প্রকৃত সাফল্য সেখানেই যেখানে উন্নয়নের সঙ্গে সুশাসন এবং জনবিশ্বাস সমানতালে এগিয়ে চলে।

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদক: সন্দীপন পন্ডিত
কার্যকরী সম্পাদক: দেবাশীষ চক্রবর্তী
সহকারী সম্পাদক: কঙ্কনা বালো মজুমদার, দুর্গাশ্রী মিশ্র, শ্রীত্মা ভট্টাচার্য্য, রাহুল রাউত
ডিজাইনিং ও গ্রাফিক্স: ভজন সূত্রধর, শ্রীত্মা ভট্টাচার্য্য, সমরেশ বসাক
বিজ্ঞাপন অধিকারিক: রাকেশ রায়
জনসংযোগ আধিকারিক: মিঠুন রায়

রাত জাগার অভ্যাসে লুকিয়ে আছে বিপদ

ড. মানস চক্রবর্তী

অনেকে রাত জাগেন শখে। কেউ বা রাত জেগে নেটফ্লিক্স। কেউ বন্ধুদের সাথে আড্ডা। কেউ বা পড়াশোনা করার ফাঁকে রাতের নির্জনতায় ফোনে প্রেয়সীর সাথে কোর্টশিপ। আবার, অনেকে রাত জাগেন সত্যি সত্যি পড়াশোনা বা কাজকর্ম করার জন্য। কারও বা শিফটে কাজ করতে হয়- হাসপাতাল, থানায় বা খবরের কাগজের অফিসে। আমি নিজেও ছাত্র অবস্থায় অনেক রাত জেগে পড়াশোনা করেছি।

তখন মনে করতাম রাতের নিঝুম অন্ধকারে কোন গোলমাল ছাড়াই একাগ্র হয়ে পড়তে পারব। রাত জেগে পরিশ্রম করে পড়াশোনা করি বলে একদিন অকুণ্ঠ প্রশংসা পেয়েছি বন্ধু শিক্ষক এবং আত্মীয়দের মধ্যে। কিন্তু এখন রিসার্চ পেপার পড়ে বুঝতে পারছি সেদিন বেশি রাত জেগে কাজ না করে, ভোরে উঠে পড়লে রেজাল্ট হত আরো ভালো। স্বাস্থ্য থাকতো আরো চাঙ্গা।

অথচ রাত জাগার মতো চূড়ান্ত বদঅভ্যাসকে সম্মানের সৌধে বসিয়ে পুজো করে এসেছি আমরা অনেকেই। আমিও সে দোষে অপরাধী। আর এখন নিজের ডাক্তারি প্রফেশনের জন্য অনেক সময়ই রাত জাগতে হয়। পিছিয়ে আসার পথ নেই।

কিন্তু ২০২০ সালে Frontiers in Psychology জার্নালে প্রকাশিত Pilcher and Morris এর গবেষণায় প্রমাণিত এরকম বেশি রাতে ঘুমের অভ্যাস শুধু যে মানুষের শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্যই ক্ষতিকারক তা নয়, রাত জাগা আমাদের প্রলুব্ধ করে জীবনের পথে সব ভুলভাল সিদ্ধান্ত নিতে। শুরু হয় আত্মসংযমের অভাব। কমে যায় মানসিক সর্তকতা।

আপনার শুনতে আশ্চর্য লাগবে যে ঘুম গবেষণার এক পথিকৃৎ বৈজ্ঞানিক ইউজিন ওসিরিনস্কি রাত জেগে কাজ করে বাড়ি ফেরার পথে মর্মান্তিকভাবে পথ দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছিলেন। ড্রাইভারের সিটে বসে ঘুমিয়ে পড়ে এক গাছে গিয়ে ধাক্কা মারেন। ২০২৪ সালে প্রকাশিত Dr Lok-এর গবেষণা আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয় প্রায় ৭৪ হাজার মানুষের ওপর হওয়া এক সমীক্ষার সাথে। যা প্রমাণ করে যারা সকালে ঘুম থেকে দেরি করে ওঠে, তাদের কুড়ি থেকে চল্লিশ শতাংশ বেশি ডিপ্রেশন, অ্যাংজাইটি, আর অন্যান্য অনেক ধরনের মেন্টাল হেলথ প্রবলেম বেশি হয়। রাত জেগে কাজ করলে বাড়ে স্থূলতা, পিরিয়ডের প্রবলেম, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, ক্যান্সারের মত সমস্যাও।

অতিরিক্ত রাত জাগা এবং ঘুম থেকে নিয়মিত দেরি করে ওঠা, মাথার গর্ভগৃহের প্রাকৃতিক ঘড়ি suprachaismatic nucleus এর Circadian Rhythm করে দেয় পঙ্গু, শরীরের মেটাবলিজম বা বিপাক ক্রিয়া ধ্বংস হয়ে যেতে বসে। শরীর বুঝতে পারেনা কোন সময়টা রাত, কোন সময়টা দিন। তার ফলে নার্ভগুলো এমনভাবে ইলেকট্রিক্যাল ফায়ারিং করতে শুরু করে, যে আমাদের ওজন বেড়ে যায়, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা পঙ্গু হয়ে পড়ে, কার্ডিওভাসকুলার এবং হাড় সংক্রান্ত সমস্যার বাড়বাড়ন্ত হয়, লুকিয়ে থাকে ডিপ্রেশন বা অকারণ মন খারাপের বীজ, এছাড়াও ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। সব থেকে বড় কথা, এই রাত দিনের বিভ্রান্তির মধ্যে আমাদের শরীরের প্রোটিন তৈরীর যে জেনেটিক মেটারিয়াল বা DNA, তার মিথাইলেশনের সমস্যা হয়। বিশেষত মহিলাদের ক্ষেত্রে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায় বেশ তাড়াতাড়ি।

সবে এই ২০২৩-শে সিলভা অ্যান্ড কোস্টা, বেশ খাটাখাটনি করে তাঁরা, Consequences of Shift Work and Night Work: A Literature Review এই রিসার্চ পাবলিশ করেছেন। আপনাকে ডাক্তার-নার্স হতে হবে না, এই রিসার্চ পড়ার জন্য, শুধু ইংরেজি জানলেই গড়গড়িয়ে পড়ে ফেলতে পারবেন এই সুখপাঠ্য রিসার্চ। সম্ভব হলে নাইট শিফট থেকে নরমাল শিফটে ডিউটি করে নিন, অল্প বয়স থেকেই প্রমোশনের সাথে সাথে আস্তে আস্তে নাইট শিফট এড়িয়ে যান। রাতের নিকষ কালো অন্ধকারে ঘুমিয়ে পড়ুন। চেষ্টা করুন সকালবেলায় ৫ টা থেকে ৬টার মধ্যেই উঠে পড়তে। সারারাত ধরে যেন কমপক্ষে ঘণ্টা ৬ থেকে ৭ ঘুম হয়।

জল সংরক্ষণ আগামী প্রজন্মের প্রতি আমাদের অঙ্গীকার

দেবাশীষ চক্রবর্তী

জল ছাড়া জীবন কল্পনা করা যায় না। মানুষের পানীয় জল থেকে শুরু করে কৃষি, শিল্প, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য—সবকিছুর ভিত্তিই হল জল। অথচ পৃথিবীর মোট জলের অতি সামান্য অংশই মানুষের ব্যবহারের উপযোগী। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, নগরায়ণ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং ভূগর্ভস্থ জলের অতিরিক্ত ব্যবহার আজ জল সংকটকে এক বৈশ্বিক সমস্যায় পরিণত করেছে। তাই জল সংরক্ষণ এখন আর শুধু পরিবেশ রক্ষার বিষয় নয়, এটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অস্তিত্ব রক্ষার অন্যতম শর্ত।

আমাদের দেশে বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হলেও সেই জল সংরক্ষণের যথাযথ ব্যবস্থা এখনও সর্বত্র গড়ে ওঠেনি। ফলে বর্ষার জল নদী-নালা বেয়ে সমুদ্রে মিশে যায়, আর গ্রীষ্ম এলেই পানীয় জল ও সেচের সংকট দেখা দেয়। ভূগর্ভস্থ জলস্তরও ক্রমশ নিচে নেমে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় বৃষ্টির জল সংরক্ষণ, পুকুর, দিঘি ও জলাশয়ের সংস্কার এবং জলাভূমি রক্ষা অত্যন্ত জরুরি।

কৃষিক্ষেত্রেও জলের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। প্রয়োজন অনুযায়ী সেচ, আধুনিক সেচব্যবস্থার ব্যবহার এবং কম জলনির্ভর কৃষি প্রযুক্তির প্রসার ঘটাতে হবে। একই সঙ্গে শিল্পক্ষেত্রে জলের অপচয় রোধ ও পুনর্ব্যবহারের ওপর জোর দিতে হবে। শহর ও গ্রাম—উভয় ক্ষেত্রেই পাইপলাইনের লিকেজ, অপ্রয়োজনীয় জল ব্যবহার এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণে প্রশাসন ও নাগরিকদের সমানভাবে দায়িত্বশীল হতে হবে।

জল সংরক্ষণ কেবল সরকারের একার কাজ নয়। এটি একটি সামাজিক আন্দোলনে পরিণত হওয়া প্রয়োজন। প্রতিটি পরিবারে অপ্রয়োজনীয় জল অপচয় বন্ধ করা, বৃষ্টির জল সংরক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া, পুকুর ও খাল দখলমুক্ত রাখা এবং গাছ লাগানোর মতো ছোট ছোট পদক্ষেপও বড় পরিবর্তন আনতে পারে। বিদ্যালয়, কলেজ, বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা আজ সময়ের দাবি।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে। কোথাও অতিবৃষ্টি, কোথাও দীর্ঘ খরা এই দুই চরম পরিস্থিতিই জল ব্যবস্থাপনাকে নতুন চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড় করিয়েছে। তাই দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, বৈজ্ঞানিক জল ব্যবস্থাপনা এবং স্থানীয় জলসম্পদের সুরক্ষায় সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা জরুরি। আজ আমরা যদি জলকে গুরুত্ব না দিই, আগামী দিনে জলই সবচেয়ে বড় সংকট হয়ে দাঁড়াবে। তাই জলকে অপচয় নয়, সম্পদ হিসেবে দেখার মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে। প্রতিটি ফোঁটা জল সংরক্ষণ মানে আগামী দিনের জীবনকে সুরক্ষিত করা। জল বাঁচানো শুধু একটি দায়িত্ব নয়, এটি আমাদের ভবিষ্যতের প্রতি এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গীকার।

Vol: 30, Issue: 16, 07 August - 20 August, 2026

ধরিত্রী-নান্দনিক সাংস্কৃতিক সংস্থার দশম বর্ষপূর্তি ও সমাপ্তি অনুষ্ঠান

কোচবিহার: গত ২৬ জুলাই, রবিবার সন্ধ্যায় কোচবিহার রবীন্দ্র ভবন মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয় 'ধরিত্রী-নান্দনিক' সাংস্কৃতিক সংস্থার দশম বর্ষ উদযাপনের সমাপ্তি অনুষ্ঠান। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন প্রবীণ আইনজীবী আনন্দজ্যোতি মজুমদার, কবি মৃত্যুঞ্জয় ভাওয়াল, সুচিস্মিতা চক্রবর্তী, শীলা সরকার, অধ্যাপক ডঃ আশুতোষ সরকার, কিশোরনাথ চক্রবর্তী, কবি গৌতম কুমার ভাদুরি, 'উত্তর প্রসঙ্গ'-এর সম্পাদক দেবব্রত চাকী এবং সংস্থার সভানেত্রী শ্রীমতী ভূপালী রায়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে সংস্থার সকল সদস্য-সদস্যার হাতে দশম বর্ষ স্মারক তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি বিশেষ সহযোগিতার জন্য অব্যয় সরকার, নীরোজ কান্তি ঘোষ, নীলাদ্রি বিশ্বাস, প্রদীপ ঝাঁ, কৌশিক দাস, পপি রায় এবং 'উত্তর প্রসঙ্গ' পত্রিকার সকলকে কৃতজ্ঞতা স্মারক দেওয়া হয়। সংস্থার সভানেত্রীর স্বাগত ভাষণের পর 'বন্দে মাতরম্-১৫০' পর্বে স্মারক বক্তৃতা দেন সম্পাদক দেবব্রত চাকী। এরপর সংস্থার শিল্পীবৃন্দ পরিবেশন করেন বন্দে মাতরম্ সংগীত। এই পর্বে অতিথিদের উপস্থিতিতে উন্মোচিত হয় 'উত্তর প্রসঙ্গ'-এর বিশেষ বর্ষা সংখ্যা।

সাংস্কৃতিক পর্বে বাংলার দুই কালজয়ী সংগীত স্রষ্টা গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ও ভূপেন হাজারিকাকে হীরক ভট্টের পরিচালনায় সমবেত সংগীতের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানানো হয়। কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের শতবর্ষ উপলক্ষে পরিবেশিত হয় বিশেষ কবিতা কোলাজ। এছাড়াও প্রয়াত কিংবদন্তি শিল্পী আশা ভোঁসলেকে একক সংগীতের মাধ্যমে এবং মহানায়ক উত্তম কুমারের শতবর্ষে নৃত্য ও ছায়াছবির গানের কোলাজে জানানো হয় বিনম্র শ্রদ্ধা। অনুষ্ঠানে অতিথি শিল্পী হিসেবে সংগীত ও নৃত্য পরিবেশন করে কোচবিহারের দুই সংস্থা 'রবিবাসর' ও 'আনন্দ লহড়ী'। তবলা সংগীতে সার্বিক সহযোগিতা করেন সন্দীপন ভট্ট। মিতালী চাকী সরকার ও ইতু সরকারের সাবলীল সঞ্চালনায় পুরো অনুষ্ঠানটি আরও জমজমাট হয়ে ওঠে।

একদল উঠে চলে গেল চায়ের কাপ ফেলে। প্রত্যেকের মুখে সিগারেটের ধোঁয়া উড়ছে। ওরা সব স্কুল পড়ুয়ার দল। এক সাইকেলে দুইজন করে চেপে বেরিয়ে গেল। দোকানেই বসে ছিল নিয়মিত চা পান করতে আসা বৃদ্ধলোকেদের আরও একদল। তাঁদের মধ্যে তপনবাবু একটু বেশিই কথা বলেন। তিনি আবার লোকের ভুল ধরতে এক্সপার্ট। নিরবতা ভেঙে তিনিই এবার বলে বসলেন, 'দেখলে ছোকরাগুলোকে! আমি তো আর এমনি এমনিই বলিনা! এইটুকু বয়সে সিগারেট টানতে টানতে বেরিয়ে গেল চোখের সামনে। আরও একদিন দেখেছি ঐ গোমরামুখো ছেলেটাকে। চোখেমুখে এক অন্য ভাব। আর আমাদের সময় গুরুজনদের দেখলে ভয়ে কাঁপুনি...' এবারে সৌহার্দ্যবাবু তাঁকে থামিয়ে বললেন, 'এই যে আবার শুরু করলেন তো তপনবাবু!

ওরা টানছে টানুক না। এ কি আর সেই সময় আছে! আমরা দেখুন আর কদিনই বা বাঁচব! আমরা কি কোনোদিন ভাবতে পেরেছি এমন দিনও দেখে যেতে হবে আমাদের! রাখুন না ওসব।

এসব আলাপ করতে করতে এদিকে সন্ধে প্রায় হয়ে এল। কারুর আর কোথাও যাওয়ার তাড়া নেই বলেই মনে হল। আমি রুটির প্লেটটা রেখে নিজের যাবতীয় কাজ সেরে নিয়েছি এক কোণে বসে। আমার আর ওদিকে কারুর গল্প-আড্ডায় মনোযোগ নেই। এবারে একটি চায়ের অর্ডার দিয়ে পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরাতে চাইলাম। তপনবাবুর তখনকার কথাটা মনে পড়তেই পকেট থেকে হাতটা বের করে নিলাম। এবারে নিজের ফেসবুক প্রোফাইলটা খুলে বসতেই চা এসে পড়ল। চা নিতে নিতে দোকানির সাথে দুদন্ড কথা হয়ে গেল আজকাল সে দোকানে নিয়মিত যাওয়া হয় না নিয়ে।

এরইমধ্যে এক গুলির আওয়াজ। যেন আমার কান ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল। সোজা গিয়ে লাগল তপনবাবুর বুকে। তিনি লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে। মুখ ফিরিয়ে দেখি সেই স্কুল পড়ুয়া ছেলেটা। যার কথা তখন তপনবাবু জোর গলায় বলছিলেন। এবারে ছোকরাটি চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'বলবি আর বড় বড় কথা! তোর বাপের টাকায় খাই? নে, এবারে পুরোপুরি শান্ত করে দিলাম।' একথা বলে পিস্তলটা কোমরে গুঁজে সাইকেল নিয়ে সে দিব্যি বেরিয়ে গেল। যেন কিছুই হয়নি। এদিকে হৈ হট্টগোল বেঁধে গেল। যে যত দ্রুত পারল চায়ের দোকান ফাঁকা করে বেরিয়ে গেল। কেউ গেল অটোগাড়ি ডাকতে। একজন তপনবাবুর দেহ ধরে কাঁদছে সজোরে। আমি কিছু উপায় না পেয়ে চুপচাপ পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। মাঝখান থেকে চায়ের এঁটো কাপগুলো গড়াগড়ি খেতে লাগল টেবিলে-মাটিতে।

নতুন 'উপন্যাস' ও 'কাব্যগ্রন্থ'

শিলিগুড়ি: সম্প্রতি শিলিগুড়ির বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মহকুমা গ্রন্থাগারে প্রকাশিত হয় কবি ও লেখক সুমন মল্লিকের উপন্যাস 'গোঁসাই' (ধানসিঁড়ি প্রকাশনী)। কবি শিশির রায় নাথ, কবি সুজিত দাস, কবি শ্যামলী সেনগুপ্ত, গল্পকার শুভময় সরকার এবং কবি সুবীর সরকারের হাত দিয়ে বইটির মোড়ক উন্মোচন হয়।

এরই ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে একই গ্রন্থাগারে প্রকাশিত হয় শহরের তিন তরুণ কবি সুভান, বাপ্পাদিত্য এবং রাজ অধিকারীর নতুন তিনটি কাব্যগ্রন্থ— 'আমার বুকের গভীরে লালন বসে কাঁদে' (ঋতভাষ প্রকাশনী), 'বিষাদ কেটেছে যে মায়ায়' (বইঘর) এবং 'শহুরে কিসসা' (নোশন প্রেস)।

সুভানের 'আমার বুকের গভীরে লালন বসে কাঁদে' কাব্যগ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন গল্পকার বিপুল দাস, কবি সুজিত দাস, কবি শিশির রায় নাথ এবং ড. জয়দীপ দে। বাপ্পাদিত্যের 'বিষাদ কেটেছে যে মায়ায়' গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন গল্পকার শুভময় সরকার, পরিবেশবিদ সুজিত রাহা, সৌমেন সিংহ রায় এবং অধ্যাপক শুভ্রজ্যোতি কুণ্ডু। রাজের 'শহুরে কিসসা' কাব্যগ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন নাট্যকার পার্থপ্রতীম মিত্র, পরিবেশবিদ সুজিত রাহা, ভাস্কর মৈনাক ভট্টাচার্য এবং গল্পকার শুভময় সরকার।

দুই অনুষ্ঠানেই সাহিত্যপ্রেমী, পাঠক ও শহরের বিশিষ্টজনদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। বই বিক্রিও ছিল আশাব্যঞ্জক। বই প্রকাশ অনুষ্ঠানকে ঘিরে এমন উন্মাদনা শিলিগুড়ির সাহিত্যচর্চার প্রাণবন্ত ধারাকেই নতুন করে সামনে এনে দিয়েছে।

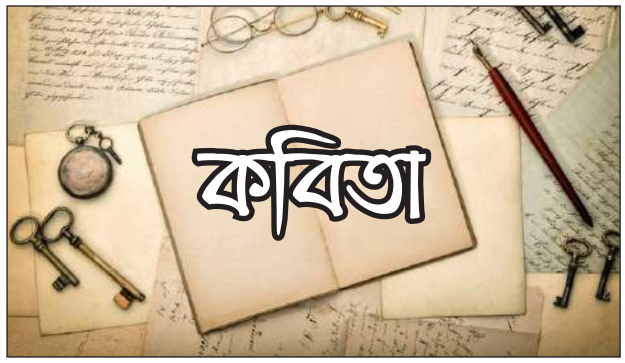

কুন্দ ফুল

নিলাদ্রী বসাক

তুমি চলে যাওয়ার পর এই শহর জুড়ে
কোনও কোলাহল নেই,
শুধু বুকের বাঁ পাশে একটা নিঃশব্দ
হাওয়া খেলে যায়।
আমি কখনও তোমাকে রূপকথার রাজ্য
দিতে চাইনি,
চেয়েছিলাম একটুকরো কুন্দ ফুল, আর
কিছু আলুথালু বিকেল
যেখানে তোমার আঙুলের ভাঁজে আমার
আঙুল আটকে রাখতে।
ভালোবাসা বোধহয় কোনও সাজানো
কবিতা নয়,
নয় কোনও ব্যাকরণে বাঁধা ছন্দ।
ভালোবাসা তো সেই বিকেল চারটের
রোদ,
যা হুট করে ব্যালকনিতে এসে পড়ে—
আর অকারণেই তোমাকে মনে করিয়ে
দেয়।
তোমার ওই নাম না জানা হাসিটার
কাছে
আমার সব অভিমান খুব হেরে যায়।
তুমি যদি কোনওদিন ফিরে নাও
তাকাও,
জেনে রেখো— আমার নিঃশ্বাসের
প্রতিটি ফ্রেমে
তুমি রয়ে গিয়েছ, একদম নিজের মতো
করে।

আমাদের জন্ম

অনির্বাণ বোস

শীতের গণহত্যায় দাস্তানা মতোন আমি
যুগ যুগ ধরে অন্ধকার করেছি নিজের অস্তিত্ব
দুলন্ত কান্না যেন চোখের মাংসল শস্য,
সমুদ্র উল্লাসের মতো রেখে যাবো
সম্ভ্রান্ত জানালার ধূসরে আমাদের বাঁকা বমি!

অন্তঃসার ঝাউপাতার ফেনিল আগুনের কাছে
নিজ চোখ আবিষ্কার করি বারবার সেই মুখ দেখে।
মেঘের ব্রোঞ্জখচিত শ্যামা পাখির ডানার মতো
স্পর্শিত ঠোঁট; নিষ্পলক দেখি –
সান্ধ্য ত্বকের মলাটে বিমূর্ত সেই ছোঁয়া!
পালকময় নক্ষত্রের ঘ্রাণলিপি লিখে যায় দিন যাবৎ
হলুদ শিশুর নম্রতা।

নারীসুলভ কবিতার স্তনের ওপর স্ট্যালিনের গামবুট,
সেই বুট–স্তনের মাঝে যে কাত করে রেখেছে আত্মমস্তক
আমি সেই কিশোর।
যার জলগ্রস্ত স্বপ্নে, জলের হাতিয়ার হয়ে
ভাসে ইন্ডিগো মৎসকন্যারা; চিৎ অথবা সোজা হয়ে।
মাছেদের বিশ্বযুদ্ধে পরম আত্মহত্যাকারী আমি,
যেভাবে হত্যার মেরিট ভুলেছি আমি যুদ্ধরত

সেভাবেই বেনাকাব করি আয়নামণ্ডলী
বস্ত্র স্নিগ্ধ পিরামিডের স্তব্ধতায়।
আমিই সেই নাগালচ্যুত স্ফুলিঙ্গ
দাপিয়ে বেড়ানো হংস মাতঙ্গ,
আড়চোখে দেখিস যাঁকে উড়ন্ত কবরী।
ভূ ললাটে উদ্গমরত বীজের মতো জন্মানো যাক
পিঠোপিঠি এই শহরের কোনও হাসপাতালে।
সাইবেরিয়ান বরফের গোধূলিতে–
মায়েদের ফাঁপা পেট আর ফেঁপে ওঠা আত্মার দিকে চেয়ে থাকি,
শঙ্খের মতো জন্মমগ্ন তুই আমি; ঈশ্বরেরা এখন ফুঁ দিলে বাঁচি!

রেকর্ড ভিড় জল্পেশ মন্দিরে

নিজস্ব প্রতিবেদন

ময়নাগুড়ি: শ্রাবণ মাসের তৃতীয় রবিবারে তথা ২ অগাস্ট জল্পেশ মন্দিরে ভক্তদের ভিড় রেকর্ড ছাড়িয়েছে। সকাল থেকেই মন্দির চত্বরে ভিড় জমতে শুরু করে। দুপুরের পর দূরপাল্লার ট্রেনে করে অসম ও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে হাজার হাজার পুণ্যার্থী সেখানে পৌঁছায়।

এবছর পুণ্যার্থীদের সুবিধার জন্য তিস্তাঘাট স্টেশনে একাধিক ট্রেনের বিশেষ স্টপের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর ফলে অতীতে চেন টেনে ট্রেন থামানোর চেনা দুর্ভোগ থেকে মুক্তি পেয়েছেন ভক্তরা। বঙ্গাইগাঁও লোকাল ও তিস্তা-তোর্ষা এক্সপ্রেসের মতো ট্রেন থেকে নেমে পুণ্যার্থীরা সহজেই জল্পেশে পৌঁছাতে পেরেছেন। জল্পেশ মন্দির ট্রাস্টি বোর্ডের সম্পাদক গিরীন্দ্রনাথ দেব জানান, এবছর পুণ্যার্থীদের মধ্যে উৎসাহ ও ভিড়ের মাত্রা আগের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গিয়েছে।

ভিড় সামলাতে প্রশাসন এবার বিশেষ এবং সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ করেছে। তিস্তাঘাট থেকে ময়নাগুড়ি রোড ফ্লাইওভার হয়ে ইন্দিরা মোড় পর্যন্ত ইস্ট-ওয়েস্ট করিডরের চার লেনের রাস্তার একাংশ সম্পূর্ণভাবে পুণ্যার্থীদের চলাচলের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। ব্যারিকেড, পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা এবং রাস্তার ধারে বহু জলসত্র ও ভাণ্ডারার ব্যবস্থা থাকায় খুশি সকলেই। পাশাপাশি তিস্তাঘাট স্টেশনে বাড়তি আরপিএফ ও জিআরপি মোতায়েন ছিল।

গাজলে টাকা ও মাদক বাজেয়াপ্ত, আটক ২

নিজস্ব প্রতিবেদন

মালদা: গাজোলে পুলিশের অভিযানে দুই যুবকের কাছ থেকে প্রায় ৪১ লক্ষ টাকা ও ৫৬৮ গ্রাম ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। গত ৬ অগাস্ট বৃহস্পতিবার ভোরে ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের রাঙাভিটা এলাকায় সন্দেহজনকভাবে চলাচলের সময় দুই মোটরসাইকেল আরোহীকে আটক করা হয়।

ধৃতদের নাম সিদ্ধার্থ মণ্ডল ও কিশোর মণ্ডল। তাঁরা কালিয়াচক এলাকার বাসিন্দা। তাঁদের ব্যাগ তল্লাশি করে নগদ অর্থ ও ব্রাউন সুগার উদ্ধার করা হয়। প্রাথমিকভাবে উদ্ধার হওয়া টাকার পরিমাণ ৪০ লক্ষ ৬৯ হাজার ৭০০ টাকা বলে জানা গিয়েছে।

পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, ধৃতরা মাদক চোরাচালান চক্রের সঙ্গে যুক্ত এবং উদ্ধার হওয়া টাকা ও মাদক মালদা শহরের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে দুটি মোটরসাইকেল। ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ জড়িত কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

শিলিগুড়ি ও কোচবিহারের বেসরকারি নার্সিংহোম ও ল্যাবরেটরিতে ট্যাক্স রেইড

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: আচমকা কোচবিহারের একাধিক নার্সিংহোম এবং বেসরকারি ল্যাবরেটরিতে হানা দিয়েছে আয়কর দপ্তর। ৩ অগাস্ট, সোমবার দুপুরে কোচবিহারে প্রথমে একটি নার্সিংহোমে এবং বিকেলে একটি বেসরকারি ল্যাবরেটরিতে অভিযান চালান আয়কর আধিকারিকরা। সূত্রের খবর, তল্লাশির সময় সেখানকার কর্মীদের মোবাইল ফোনও নিজেদের হেফাজতে রাখা হয়েছিল।

সেদিন শিলিগুড়ির তিনটি ভিন্ন জায়গার নার্সিংহোমেও হানা দিয়ে নথি যাচাই ও জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন আধিকারিকরা। নিরাপত্তার স্বার্থে সেখানে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়। তবে এই হঠাৎ হানার সুনির্দিষ্ট কারণ সম্পর্কে আয়কর দপ্তর বা নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে এখনও কিছু জানানো হয়নি। এমনকি জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্তারাও এই বিষয়ে কোনও তথ্য নেই বলে জানিয়েছেন। উত্তরবঙ্গের এই দুই শহরে স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে আয়কর দপ্তরের এই ম্যারাথন অভিযানকে কেন্দ্র করে গোটা অঞ্চলে তীব্র চাঞ্চল্য ও শোরগোল দেখা যায়।

পাচারকাণ্ডে তদন্তে জোর মালদা পুলিশ-বিএসএফের

নিজস্ব প্রতিবেদন

মালদা: বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থ, সোনা ও কফ সিরাপ উদ্ধারের ঘটনায় তদন্তে গতি আনতে দক্ষিণ দিনাজপুরে যাচ্ছে মালদা জেলা পুলিশ ও বিএসএফের যৌথ তদন্তকারী দল। অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসাবাদের পাশাপাশি ঘটনার সঙ্গে জড়িত চক্রের সন্ধানেও তদন্ত চালানো হবে বলে জানিয়েছেন মালদার পুলিশ সুপার অনুপম সিং। উল্লেখ্য, গত ২অগাস্ট রবিবার রাতে দক্ষিণ দিনাজপুর পুলিশের অভিযানে মালদা থানার মঙ্গলবাড়ি এলাকার একটি আবাসন থেকে প্রায় ২ কোটি ৪০ লক্ষ ৯৭ হাজার ৩৭০ টাকা এবং ২০ গ্রাম সোনা উদ্ধার করা হয়। একইসঙ্গে অপর একটি গুদামে তল্লাশি চালিয়ে প্রায় ৯ হাজার বোতল কফ সিরাপ বাজেয়াপ্ত করা হয়, যার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ২০ লক্ষ টাকা। ঘটনায় মালদা থেকে তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, বাংলাদেশে কফ সিরাপ পাচারের সঙ্গে যুক্ত চক্রের অর্থ ওই ফ্ল্যাটে মজুত রাখা হয়েছিল। পুলিশ সুপার জানান, সীমান্তবর্তী জেলা হওয়ায় মালদা শহর ও পুরাতন মালদা এলাকার আবাসন ও ভাড়াবাড়িগুলির ওপর বিশেষ নজরদারি চালানো হচ্ছে। বাড়ির মালিকদের ভাড়াটিয়ার পরিচয়পত্র ও নথিপত্র যাচাই করে প্রয়োজন হলে স্থানীয় থানাকে জানানোরও পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।

ফের চালু চা পাতা কেনাবেচা

নিজস্ব প্রতিবেদন

শিলিগুড়ি: জলপাইগুড়ির সাংসদ ডঃ জয়ন্ত রায়ের উদ্যোগে অবশেষে উত্তরবঙ্গের চা শিল্পে চলা তীব্র সংকট কেটে গিয়েছে। ২ অগাস্ট, রবিবার শিলিগুড়িতে বটলিফ ফ্যাক্টরি ও ক্ষুদ্র চা চাষি সংগঠনগুলির প্রতিনিধিদের এক দীর্ঘ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। জানানো হয়, ৩ অগাস্ট সোমবার থেকে বন্ধ থাকা সমস্ত বটলিফ ফ্যাক্টরি ফের চালু হবে এবং ক্ষুদ্র চা চাষিদের কাছ থেকে নিয়মিত কাঁচা পাতা কেনা শুরু হবে।

চায়ে নিষিদ্ধ রাসায়নিক 'মনোক্রোটোফস'-এর অস্তিত্ব মেলায় গত সোমবার থেকে কাঁচা পাতা কেনাবেচা বন্ধ রেখেছিল বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলি, যা চা শিল্পে অনিশ্চয়তা তৈরি করেছিল। এই পরিস্থিতিতে সাংসদের মধ্যস্থতায় সমাধান বেরিয়ে আসে। বৈঠকে ঠিক হয়েছে, ক্ষুদ্র চা চাষিরা আগামী ছয় মাসের মধ্যে নিষিদ্ধ রাসায়নিকের ব্যবহার উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনার অঙ্গীকার করে একটি ঘোষণাপত্র দেবেন। পুরো বিষয়ের ওপর নজরদারি রাখতে একটি বিশেষ টাস্ক ফোর্স গঠনেরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

জলদাপাড়ার ৭ মাহুতের মুকুটে গজ গৌরব সম্মান

নিজস্ব প্রতিবেদন

আলিপুরদুয়ার: জলদাপাড়ার সাত মাহুতের মুকুটে জুড়ল বড় সাফল্য। আগামী বিশ্ব হাতি দিবসে বিশাখাপত্তনমে দেশের মর্যাদাপূর্ণ 'গজ গৌরব পুরস্কার' পেতে চলেছেন জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের সাত জন মাহুত। ভারত সরকারের বন, পরিবেশ ও জলবায়ুমন্ত্রকের পক্ষ থেকে এই পুরস্কারের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। পুরস্কারপ্রাপক এই সাত মাহুত হলেন বিকাশ খড়িয়া, রাজীব ওরাওঁ, আজিবুল হক, অজিত গাবুর, মমতাজ আলম, আমাসুর খড়িয়া এবং দিলীপ মুন্ডা। জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের বিভাগীয় বনাধিকারিক পারভিন কাশোয়ান জানান, গত বছরের ৫ অক্টোবর প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বন্যার জেরে জলদাপাড়ার ১৩টি গন্ডার জলের তোড়ে ভেসে গিয়েছিল। ২০০ জন বনকর্মী এবং ১৯টি কুনকি হাতি প্রায় ৫৫ দিন ধরে একটানা অভিযান চালিয়ে ওই গন্ডারগুলিকে নিরাপদে উদ্ধার করে জঙ্গলে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। এই পুরো উদ্ধারকাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন মাহুতরা।

বন্যায় তোর্সা ও মালঙ্গির মাঝে আটকে পড়ার পরও অসামান্য সাহসিকতা ও দায়িত্ববোধ দেখিয়ে কুনকি হাতিদের রক্ষা করেছিলেন বিকাশ ও রাজীব। প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও হাতিদের ওপর নজর রেখে নিরাপদে ফিরিয়ে আনার এই অবদানের জন্যই তাঁরা 'গজ গৌরব পুরস্কার'-এ ভূষিত হচ্ছেন।

শিক্ষা ও শিল্পই উত্তরবঙ্গ উন্নয়নের ভিত্তি এসআইটি-র মঞ্চে বার্তা অর্থমন্ত্রীর

ভাস্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি: শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও শিল্পক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গের বিপুল সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে সার্বিক উন্নয়নের ওপর জোর দিলেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী ডঃ স্বপন দাশগুপ্ত। ২৮ জুলাই, তথা গত সপ্তাহের মঙ্গলবার শিলিগুড়ি ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (এসআইটি)-র ক্যাম্পাসে এক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে তিনি জানান, শিক্ষাই প্রকৃত বিকাশ ও উন্নয়নের একমাত্র পথ।

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অর্থমন্ত্রী বলেন, শিক্ষাকে কেন্দ্র করে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি এবং তার সঙ্গে শিল্প ও কর্মসংস্থানের নিবিড় যোগসূত্র গড়ে তুলতে হবে। এদিনের অনুষ্ঠানে এসআইটি-এর অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ও শিক্ষাবিদদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন তিনি। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার পরিকাঠামো শক্তিশালী করার পাশাপাশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে উদ্ভাবন ও শিল্প-সহযোগিতার বৃহত্তর অংশীদার করে তোলার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সবরকম সহযোগিতার আশ্বাসও দেন অর্থমন্ত্রী। পরে তিনি ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গেও সরাসরি আলাপচারিতায় অংশ নেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আইআইটি খড়্গপুরের অধ্যাপক ডঃ সিদ্ধার্থ দাস এবং টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা ও এমডি তথা চ্যান্সেলর শ্রী সত্যম রায়চৌধুরী। শিক্ষা, গবেষণা ও শিল্পের ত্রিমুখী সমন্বয়ে উত্তরবঙ্গের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির যে বার্তা এদিন উঠে এল, তা এই অঞ্চলের আগামী দিনের উন্নয়নের ভাবনায় এক নতুন দিগন্ত খুলে দেবে বলেই মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল।

চোট কাটিয়ে কমনওয়েলথে নীরজ

বিশেষ প্রতিবেদন

দীর্ঘ ১০ মাসের কঠিন লড়াই, চোটের যন্ত্রণা আর অনিশ্চয়তা, সব পেরিয়ে আবারও ট্র্যাকে দেখা গেল চেনা নীরজ চোপড়াকে। কমনওয়েলথ গেমসে জ্যাভলিন থ্রো-তে ৮৫.৮৩ মিটার দূরত্ব ছুঁয়ে রুপো ছিনিয়ে নিয়েছেন ভারতের এই তারকা অ্যাথলিট। অথচ কিছু দিন আগেও এই প্রতিযোগিতায় নামার বিষয়টি নিয়ে তাঁর মনে ছিল দ্বন্দ্ব।

সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশিত একটি ভিডিয়োবার্তায় আবেগঘন নীরজ তুলে ধরেছেন তাঁর এই চোটমুক্ত হয়ে ফেরার লড়াইয়ের গল্প। নীরজ জানান, চোটের কারণে গত ১০টি মাস তাঁর জন্য ছিল অত্যন্ত কষ্টদায়ক। অনুশীলনের সময়েও শরীর সঙ্গ দিত না, থ্রো কাঙ্ক্ষিত দূরত্বে পৌঁছাত না। এমনকি এ বছর কোনও আন্তর্জাতিক মঞ্চে নামতে পারবেন কি না, তা নিয়েও মনে জমাট বেঁধেছিল সংশয়। তবে মনের জোর আর একটানা অনুশীলনই তাঁকে ট্র্যাকে ফিরিয়ে এনেছে।

নিজের এই সাফল্যের কৃতিত্ব নীরজ দিয়েছেন তাঁর কোচ এবং ফিজিয়োকে। কমনওয়েলথ গেমসে শ্রীলঙ্কার রুমেশ থরঙ্গা পাথিরাগে সোনা জয় করেন এবং ভারতের যশবীর সিংহ পান ব্রোঞ্জ। যদিও সোনা হাতছাড়া হয়েছে, তবুও দীর্ঘ চোট কাটিয়ে নীরজের এই প্রত্যাবর্তন লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিক্সে তাঁর সেরা পারফরম্যান্সের দিকে এক ধাপ এগিয়ে দিয়েছে।

কমনওয়েলথে পদক কম, ব্যয় বেশি

নিজস্ব প্রতিবেদন

নয়াদিল্লি: গ্লাসগো কমনওয়েলথ গেমসে ভারত ১৩টি সোনা, ১৭টি রুপো এবং ৯টি ব্রোঞ্জ মিলিয়ে মোট ৩৯টি পদক জিতে পদক তালিকায় চতুর্থ স্থানে শেষ করেছে। তবে আগের আসরের তুলনায় পদক সংখ্যা ২২টি কমে যাওয়ায় ফলাফল নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে।

যদিও এ বারের গেমস থেকে শুটিং, কুস্তি, ব্যাডমিন্টন, টেবল টেনিস এবং হকির মতো ভারতের শক্তিশালী কয়েকটি ইভেন্ট বাদ দেওয়া হয়েছিল, তবুও পদক কমে যাওয়ার বিষয়টি ক্রীড়ামহলে নজর কেড়েছে। এ বার ভারতের হয়ে সবচেয়ে বেশি সাফল্য এসেছে বক্সিং ও অ্যাথলেটিক্সে, যেখানে দুটি বিভাগ থেকেই ১০টি করে পদক এসেছে। এছাড়া ভারোত্তোলনে ৮টি এবং প্যারা ইভেন্টে ৬টি পদক জিতে ভারত সম্মানজনক অবস্থান ধরে রাখে।

আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় সাফল্যের লক্ষ্য সামনে রেখে কেন্দ্রীয় সরকার গত কয়েক বছরে সম্ভাবনাময় খেলোয়াড়দের প্রস্তুতির জন্য ব্যাপক আর্থিক সহায়তা দিয়েছে। টার্গেট অলিম্পিক পোডিয়াম প্রকল্পসহ বিভিন্ন সরকারি কর্মসূচির আওতায় প্রশিক্ষণ, বিদেশে অনুশীলন, সরঞ্জাম এবং আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের খরচ বহন করা হয়েছে। গ্লাসগো গেমসে পদকজয়ী ৩৮ জন খেলোয়াড়ের প্রস্তুতির পেছনেই ব্যয় হয়েছে প্রায় ১৫ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা। ব্যক্তিগত অনুদানের ক্ষেত্রেও বড় অঙ্কের সহায়তা পেয়েছেন অনেকেই। নীরজ চোপড়ার প্রস্তুতির জন্য ব্যয় হয়েছে প্রায় ৬ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা, মীরাবাই চানু পেয়েছেন প্রায় ১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা, আর লভলিনা বরগোঁহাইয়ের প্রস্তুতিতে ব্যয় হয়েছে ৯৫ লক্ষ টাকারও বেশি। অন্যদিকে, অ্যাথলিট শিল্পা শৈল তুলনামূলকভাবে সবচেয়ে কম সরকারি সহায়তা পেয়েছেন।

সরকারি হিসাব অনুযায়ী, কমনওয়েলথ গেমসে অংশ নেওয়া ভারতীয় দলের সার্বিক প্রস্তুতির জন্য মোট ব্যয় হয়েছে প্রায় ৫৩ কোটি ৯ লক্ষ টাকা। সেই বিনিয়োগের বিপরীতে এসেছে ৩৯টি পদক, অর্থাৎ গড়ে প্রতিটি পদকের জন্য সরকারি ব্যয় দাঁড়িয়েছে প্রায় ১ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা। আবার শুধু পদকজয়ীদের প্রস্তুতির ব্যয় বিবেচনায় নিলে প্রতি পদকের গড় খরচ প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা। এই পরিসংখ্যান একদিকে যেমন ক্রীড়াক্ষেত্রে সরকারি বিনিয়োগের পরিমাণ তুলে ধরে, অন্যদিকে ভবিষ্যতে আরও কার্যকর পরিকল্পনা, প্রতিভা বিকাশ এবং বিনিয়োগের যথাযথ মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তাও সামনে এনে দিয়েছে।

ডুরান্ড কাপ

নিজস্ব প্রতিবেদন

কলকাতা: ডুরান্ড কাপে সাউথ ইউনাইটেড এফসিকে ৮-০ গোলে উড়িয়ে নকআউটে উঠে গেল মোহনবাগান। মনবীর সিংহ হ্যাটট্রিক করেন, পাশাপাশি গোল করেন আলবার্তো রডরিগেজ, রাহুল ভেকে, সুহেল ভাট (২) এবং একটি আত্মঘাতী গোল হয়।

এর আগে ইস্টবেঙ্গলও সিআইএসএফকে ৮-০ ব্যবধানে হারিয়েছিল। টানা একতরফা ম্যাচের জেরে ডুরান্ড কাপে অংশগ্রহণকারী দলগুলির মান ও প্রতিযোগিতার মান নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে।

জুনিয়র হকি জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে নিশ্চিত সেমিফাইনালের লড়াই

৮ অগাস্ট ফাইনাল

নিজস্ব প্রতিবেদন

তামিলনাড়ু: ১৬তম হকি ইন্ডিয়া জুনিয়র মেনস জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৬-এর ডিভিশন 'এ'-এর সেমিফাইনালের চার দল নিশ্চিত হয়েছে বুধবার তথা ৫ অগাস্ট কোয়ার্টার ফাইনালের পর্ব শেষে। দিনের তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে হকি পাঞ্জাব ৫-২ গোলে হকি কর্নাটককে হারিয়ে শেষ চারে জায়গা করে নেয়। পাঞ্জাবের হয়ে গোল করেন অজয়পাল সিং, অধিনায়ক জারমান সিং, সানি, অমনদীপ এবং গুরবিন্দর সিং। কর্নাটকের হয়ে দুটি গোলই করেন কিরণ রেড্ডি। অন্যদিকে দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে হকি অ্যাসোসিয়েশন অব ওড়িশা ৫-১ গোলে হকি হরিয়ানাকে উড়িয়ে দেয়। লেলসান মিনজ দুর্দান্ত হ্যাটট্রিক করেন, পাশাপাশি গোল করেন মনদীপ কেরকেট্টা এবং অধিনায়ক দীপক প্রধান। হরিয়ানার একমাত্র গোলটি করেন প্রিন্স।

দিনের সবচেয়ে রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে নির্ধারিত সময়ে ৩-৩ সমতা থাকার পর টাইব্রেকারে উত্তর প্রদেশ হকিকে ৪-৩ ব্যবধানে হারিয়ে সেমিফাইনালে ওঠে হকি ঝাড়খণ্ড। ঝাড়খণ্ডের হয়ে নির্ধারিত সময়ে গোল করেন পাত্রাস হাসা, ভেংরা গ্লেডশান এবং নিকোলাস টপনো। টাইব্রেকারে রোহিত তিরকি, জোলেন টপনো, পাত্রাস হাসা ও অঙ্কিত এক্কা সফল হন, আর গোলরক্ষক সাহু প্রিন্স গুরুত্বপূর্ণ সেভ করে দলের জয় নিশ্চিত করেন। প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে হকি মধ্যপ্রদেশ ৭-৩ গোলে দাদরা ও নগর হাভেলি এবং দমন ও দিউ হকিকে হারায়। মধ্যপ্রদেশের হয়ে শুভান আবিদ, রাজবীর সিং এবং অধিনায়ক ঋতেন্দ্র প্রতাপ সিং জোড়া গোল করেন, এছাড়া একটি গোল যোগ করেন আশির আদিল খান।

বৃহস্পতিবার, ৬ অগাস্ট অনুষ্ঠিত হয় টুর্নামেন্টের দুই সেমিফাইনাল। প্রথম সেমিফাইনালে মুখোমুখি হয় হকি অ্যাসোসিয়েশন অব ওড়িশা ও হকি পাঞ্জাব। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে শক্তিশালী হকি ঝাড়খণ্ডের প্রতিপক্ষ হকি মধ্যপ্রদেশ।

প্রথম সেমিফাইনালে মুখোমুখি হয়ে হকি পাঞ্জাবকে ৬-৪ গোলে পরাজিত করে ওড়িশা, যেখানে বিলকান ওরামের অনবদ্য হ্যাটট্রিক জয় সুনিশ্চিত করে। অন্যদিকে, দ্বিতীয় সেমিফাইনালে শক্তিশালী হকি ঝাড়খণ্ডকে ২-০ গোলে হারিয়ে ফাইনালে ওঠে হকি মধ্যপ্রদেশ। ম্যাচের শেষ মুহূর্তে রাজবীর সিং ও আশির আদিল খান গোল দুটি করেন। ৮ অগাস্ট জাতীয় খেতাব জয়ের লক্ষ্যে ফাইনালে মুখোমুখি হবে ওড়িশা ও মধ্যপ্রদেশ।

গেরুয়া জার্সি বিতর্কে প্রশ্ন তুললেন তিরকি

নিজস্ব প্রতিবেদন

নয়াদিল্লি: ভারতের জাতীয় হকি দলের ঐতিহ্যবাহী নীল জার্সির পরিবর্তে গেরুয়া জার্সি চালুর সিদ্ধান্ত নিয়ে বিতর্ক আরও জোরালো হয়েছে। হকি ইন্ডিয়ার সভাপতি দিলীপ তিরকি দাবি করেছেন, নতুন জার্সি প্রকাশের মাত্র দু'ঘণ্টা আগে হোয়াটসঅ্যাপ বার্তার মাধ্যমে তাঁকে বিষয়টি জানানো হয়েছিল। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, এটি কি আগে থেকেই চূড়ান্ত হওয়া সিদ্ধান্তের শুধুই আনুষ্ঠানিক তথ্য ছিল,

নাকি সভাপতি ও পদাধিকারীদের মতামত সত্যিই চাওয়া হয়েছিল। এ বিষয়ে তিনি হকি ইন্ডিয়ার এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টরের কাছে লিখিতভাবে ব্যাখ্যা চেয়েছেন।

তিরকি আরও বলেন, বিষয়টি শুধু জার্সির রং পরিবর্তনের নয়, বরং সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বচ্ছতা ও সংস্থার প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত। তিনি জানতে চেয়েছেন, খেলোয়াড়দের মতামত নেওয়া হয়েছিল কি না, ওড়িশা সরকারের মতো প্রধান পৃষ্ঠপোষকের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে কি না এবং এই বিতর্কের প্রভাব খেলোয়াড়দের মানসিক প্রস্তুতির উপর বিবেচনা করা হয়েছিল কি না। বিশ্বকাপের আগে এই সিদ্ধান্ত ঘিরে বিতর্কে ভারতীয় হকির প্রশাসনিক স্বচ্ছতা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে।

সৌরভের প্রশংসায় ভাসালেন কেশব মহারাজ

নিজস্ব প্রতিবেদন

কলকাতা: দক্ষিণ আফ্রিকার টি-২০ ফ্র্যাঞ্চাইজি প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালসের সাফল্যের নেপথ্যে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের অবদানের ভূয়সী প্রশংসা করলেন দলের অধিনায়ক কেশব মহারাজ। তাঁর মতে, সৌরভ শুধু কৌশলগত দিকেই নয়, দলের সংস্কৃতি ও ইতিবাচক পরিবেশ গড়ে তুলতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। মহারাজ জানান, দলের প্রতিটি ক্রিকেটারকে একই লক্ষ্যে অনুপ্রাণিত করার ক্ষেত্রে সৌরভের নেতৃত্ব ছিল অসাধারণ, যা দলের পারফরম্যান্সে বড় প্রভাব ফেলেছে।

সৌরভের কোচিংয়েই ২০২৬ সালের এসএ২০-এ প্রথমবারের মতো ফাইনালে ওঠে প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালস। যদিও শিরোপা লড়াইয়ে সানরাইজার্স ইস্টার্ন কেপের কাছে হেরে রানার্স-আপ হতে হয়, তবুও আগের দুই মরশুমের ব্যর্থতা কাটিয়ে দলের এই দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তনের কৃতিত্বের বড় অংশই সৌরভের নেতৃত্ব ও পরিকল্পনাকে দিয়েছেন মহারাজ।

আধার হাউজিংয়ের মুনাফা ১৯% বৃদ্ধি

কলকাতা: আধার হাউজিং ফাইন্যান্স লিমিটেড ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিকে কর-পরবর্তী মুনাফা (PAT) ১৯% বেড়ে ২৮২ কোটি টাকা করেছে। সংস্থার সম্পদ ব্যবস্থাপনা (AUM) ১৮% বেড়ে ৩১,৩৬৪ কোটি টাকা হয়েছে, যা গত বছর ছিল ২৬,৫২৪ কোটি টাকা। একই সঙ্গে নেট ওয়ার্থও ১৯% বেড়ে ৭,৮৫৩ কোটি টাকায় পৌঁছেছে।

এই সময়ে সংস্থাটি ৩.৪০ লক্ষের বেশি ঋণ অ্যাকাউন্টে পরিষেবা দিয়েছে। মোট অনাদায়ী ঋণের হার ১.৩১%-এ স্থির রয়েছে। রিটার্ন অন অ্যাসেট (ROA) ছিল ৪% এবং রিটার্ন অন ইক্যুইটি (ROE) ১৪.৭%। সংস্থা জানিয়েছে, ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিক থেকে ঋণ বিতরণের হিসাব চেকের টাকা জমা হওয়ার ভিত্তিতে করা হচ্ছে। তবে আগের পদ্ধতিতে হিসাব করলে ঋণ বিতরণেও ১৯% বৃদ্ধি দেখা যেত।

সংস্থার এমডি ও সিইও ঋষি আনন্দ বলেন, নগরায়ণ বৃদ্ধি, কম মর্টগেজ ব্যবহার এবং পিএমএওয়াই-ইউ ২.০ প্রকল্পের ফলে সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসন ঋণের চাহিদা বাড়ছে। বর্তমানে সংস্থার ২২টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ৬২৮টি শাখা রয়েছে। পাশাপাশি এআই ও ডিজিটাল প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ বাড়িয়ে ঋণ মূল্যায়ন, কাজের গতি এবং গ্রাহক পরিষেবা আরও উন্নত করা হচ্ছে।

সংস্থার মতে, কলকাতা-সহ পূর্ব ভারতে প্রথমবার বাড়ি কিনতে আগ্রহী ও নিম্ন আয়ের মানুষের মধ্যে সাশ্রয়ী আবাসন ঋণের চাহিদা আরও বাড়বে। প্রথম ত্রৈমাসিকের ভালো ফল আগামী দিনে ঋণ বিতরণ, AUM বৃদ্ধি এবং মুনাফার লক্ষ্যমাত্রা পূরণে সংস্থার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছে।

‘প্রজেক্ট ট্রাস্ট+’ নিয়ে এলো এআই+

শিলিগুড়ি: ভারতের সবচেয়ে নিরাপদ স্মার্টফোন ইকোসিস্টেম গড়ে তুলতে এআই+ স্মার্টফোন চালু করেছে ‘প্রজেক্ট ট্রাস্ট+’। আগামী ৫ বছরে মোট ১০০ কোটি টাকা (প্রতি বছর ২০ কোটি টাকা) বিনিয়োগ করে এথিক্যাল হ্যাকার, স্বাধীন নিরাপত্তা গবেষক ও ডেভেলপারদের নিরাপত্তা ত্রুটি শনাক্ত ও সমাধানে যুক্ত করবে সংস্থা।

কোম্পানির মতে, এটি শুধু বাগ বাউন্টি প্রোগ্রাম নয়, বরং একটি উন্মুক্ত প্ল্যাটফর্ম যেখানে প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা নিরাপত্তা ব্যবস্থা পরীক্ষা করে আরও শক্তিশালী করতে পারবেন। এআই+র বিশ্বাস, স্মার্টফোনের নিরাপত্তা এককালীন অর্জন নয়; স্বচ্ছতা, সহযোগিতা ও ধারাবাহিক উন্নয়নের মাধ্যমেই আস্থা তৈরি হয়।

এআই+ স্মার্টফোনের সিইও এবং নেক্সটকোয়ান্টাম শিফট টেকনোলজিসের প্রতিষ্ঠাতা মাধব শেঠ বলেন, “আমরা শুধু নিরাপত্তার দাবি নয়, তার প্রমাণ দিতে চাই। কোনো প্রযুক্তিই চূড়ান্তভাবে নিরাপদ নয়, তাই ভারতের প্রযুক্তি সম্প্রদায়ের সঙ্গে যৌথভাবে আরও নিরাপদ পণ্য তৈরি করতে চাই।”

এই উদ্যোগ কোম্পানির নিজস্ব নেক্সটকোয়ান্টাম ওএস-এর স্বচ্ছতা, গোপনীয়তা ও ব্যবহারকারীর মালিকানার নীতিকেও আরও শক্তিশালী করবে। আবেদন করা যাবে মাধব শেঠের ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেলের বায়োতে থাকা লিঙ্কের মাধ্যমে।

বিশুদ্ধতা ও সঠিক আয়োডিনের পুষ্টিতে সবার আগে টাটা সল্ট

মুম্বাই: ভারতে আয়োডিনযুক্ত লবণের বাজারের পথিকৃৎ এবং শীর্ষস্থানীয় ব্র্যান্ড টাটা সল্ট, ধারাবাহিক বিশুদ্ধতা ও নির্ধারিত মাত্রার আয়োডিন সরবরাহের মাধ্যমে নিজেদের অবস্থানকে আরও সুদৃঢ় করে চলেছে। একটি ল্যাবরেটরি টেস্টে প্রমাণিত হয়েছে যে, পরীক্ষায় ১০০টি লবণের মধ্যে টাটা সল্টের বিশুদ্ধতা সর্বাধিক। যা মানসম্মত লবণের সন্ধানে থাকা প্রতিটি পরিবারের কাছে টাটা সল্টের নির্ভরযোগ্যতাকে আরও বাড়িয়ে দেয়।

গ্রাহকদের সুস্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে টাটা সল্ট কঠোর অভ্যন্তরীণ এবং নিয়ন্ত্রক মানদণ্ডের অধীনে নিয়মিত তার পণ্যের পরীক্ষা চালিয়ে যায়। এটি কেবল উচ্চ মানের বিশুদ্ধতাই নিশ্চিত করে না, বরং প্রতিটি প্যাকে পর্যাপ্ত পরিমাণ আয়োডিনের উপস্থিতিও নিশ্চিত করে। নির্ভরযোগ্য মান বজায় রেখে প্রতিদিনের পুষ্টি জোগানোই এই ব্র্যান্ডের মূল লক্ষ্য।

স্বাধীন ল্যাবরেটরি পরীক্ষায় টাটা সল্টের এই ধারাবাহিক পারফরম্যান্স এমন একটি ক্ষেত্রে এর বিশ্বাসযোগ্যতাকে আরও বাড়িয়ে তোলে, যেখানে বিশুদ্ধতা এবং পুষ্টিগুণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গ্রাহকরা যখন তাঁদের খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে আরও বেশি সচেতন হয়ে উঠছেন, তখন টাটা সল্ট একটি নির্ভরযোগ্য বিকল্প হয়েই রয়ে গিয়েছে। এর প্রতিটি প্যাকেট বিশুদ্ধতা ও প্রয়োজনীয় আয়োডিনের নিশ্চয়তা দেয়, যা দেশের সব পরিবারের সুস্বাস্থ্য অর্জনে সাহায্য করে।

প্রিমিয়ামাইজেশন কৌশলে প্রথম কোয়ার্টারে এবিডি-র মুনাফা বৃদ্ধি

কলকাতা: আলাইড ব্লেন্ডার্স অ্যান্ড ডিস্টিলার্স লিমিটেড (এবিডি)-এর ২০২৭ অর্থবর্ষের প্রথম কোয়ার্টারে আর্থিক পারফরম্যান্স ছিল স্থিতিশীল। ধারাবাহিক প্রিমিয়ামাইজেশন, প্রিমিয়াম ব্র্যান্ডের বিক্রি বেশি হওয়া এবং বিলাসবহুল পোর্টফোলিওতে কৌশলগত বিনিয়োগের ফলে স্ট্যান্ডঅ্যালোন ভিত্তিতে সংস্থাটির আয় ও মুনাফা উভয়ই বৃদ্ধি পেয়েছে। সংস্থাটি জানিয়েছে, Q1FY27-এ তাদের স্ট্যান্ডঅ্যালোন অপারেশনাল আয় ৫.৩ শতাংশ বেড়ে ৯৭৫ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে, যা গত বছর একই সময়ে ছিল ৯২৬ কোটি টাকা। স্ট্যান্ডঅ্যালোন EBITDA ১৪.৮ শতাংশ বেড়ে ১৪০ কোটি টাকা হয়েছে এবং প্রফিট আফটার ট্যাক্স ১১.৯ শতাংশ বেড়ে হয়েছে ৬৮ কোটি টাকা।

কনসোলিডেটেড অপারেশনাল আয় ৫.৮ শতাংশ বেড়ে ৯৮৪ কোটি টাকা হয়েছে। তবে গত বছরের একই কোয়ার্টারের ১১৯ কোটি টাকার তুলনায় কনসোলিডেটেড EBITDA প্রায় অপরিবর্তিত থেকে ১২০ কোটি টাকা হয়েছে। সংস্থার সদ্য প্রতিষ্ঠিত সুপার-প্রিমিয়াম ও বিলাসবহুল পোর্টফোলিও ‘এবিডি মেস্ট্রো’-র পেছনে পরিকল্পিত বিনিয়োগ এবং গ্লোবাল সরবরাহ শৃঙ্খলে বাধার কারণে কনসোলিডেটেড প্রফিট আফটার ট্যাক্স কমে ৫৬ কোটি টাকা থেকে ৪৫ কোটি টাকায় নেমে এসেছে। সরবরাহে বাধার কারণে আনুমানিক ২৪ কোটি টাকার প্রভাব বাদ দিলে, লাইক-টু-লাইক ভিত্তিতে EBITDA ছিল ১৪৪ কোটি টাকা এবং প্রফিট আফটার ট্যাক্স ছিল ৬৩ কোটি টাকা।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর অমর সিনহা জানিয়েছেন যে সাময়িক সরবরাহ চেইনে চ্যালেঞ্জ আসা সত্ত্বেও সংস্থার রূপান্তর কৌশল সঠিক পথেই রয়েছে। তিনি আরও বলেন যে ব্র্যান্ড, কর্মী, প্রিমিয়ামাইজেশন এবং ব্যাকওয়ার্ড ইন্টিগ্রেশনে করা বিনিয়োগ মাঝারি মেয়াদে মিড-টিনস্ শতাংশে টপলাইন বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে। এছাড়া, সম্প্রতি কার্যকর হওয়া ভারত-যুক্তরাজ্য মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির মার্জিন উন্নত করতে এবং প্রিমিয়াম পণ্যের সোর্সিংয়ে ফ্লেক্সিবিলিটি বাড়াতে সাহায্য করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন।

এই কোয়ার্টারে এবিডি-র ‘প্রেস্টিজ অ্যান্ড অ্যাবভ’ পোর্টফোলিও ১০.৭ শতাংশ ইয়ার-অন-ইয়ার প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে, যেখানে ভলিউম এবং ভ্যালু উভয় ক্ষেত্রেই প্রিমিয়াম পণ্যের অবদান ছিল বেশি। সংস্থার ফ্ল্যাগশিপ প্রিমিয়াম হুইস্কি ‘ICONIQ WHITE’ ৩.১ মিলিয়ন কেস বিক্রি করেছে, যা গত বছরের তুলনায় ৩৩.৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে বিশ্বের দ্রুত বর্ধনশীল মিলিয়নেয়ার হুইস্কি ব্র্যান্ডের অবস্থান বজায় রেখেছে।

এবিডি তাদের আন্তর্জাতিক বাজার ৩৯টি দেশে প্রসারিত করেছে, অতিরিক্ত বিদেশী বাজারে তাদের বিলাসবহুল ব্র্যান্ডগুলি নিয়ে এসেছে এবং তাদের প্রিমিয়াম জিন পোর্টফোলিওর নতুন সংস্করণ ‘ZOYA PINK’ লঞ্চ করেছে। এছাড়া, ‘আইকনস অফ হুইস্কি ইন্ডিয়া অ্যাওয়ার্ডস ২০২৬’-এ ‘ডিস্টিলার অফ দ্য ইয়ার’ পুরস্কার সহ বেশ কিছু ইন্ডাস্ট্রির স্বীকৃতি অর্জনের মাধ্যমে সংস্থাটি তাদের ব্র্যান্ডের সুনাম আরও সুদৃঢ় করেছে।

দেশীয় প্রতিরক্ষায় এএম/এনএসের অবদান

কলকাতা: অ্যাক্রেলোরমিত্তাল নিপ্পন স্টিল ইন্ডিয়া (এএম/এনএস ইন্ডিয়া) ভারতীয় নৌবাহিনীর নবনিযুক্ত অ্যান্টি-সাবমেরিন ওয়ারফেয়ার শ্যালো ওয়াটারক্রাফট আইএনএস মালবান নির্মাণে ব্যবহৃত ১০০% বিশেষ নৌ-গ্রেড ইস্পাত সরবরাহ করেছে। ২২শে জুলাই ২০২৬ কর্ণাটকের কারওয়ারে জাহাজটি কমিশন করা হয়। গুজরাটের হাজিরায় সংস্থার ইন্টিগ্রেটেড স্টিল প্ল্যান্টে এই ইস্পাত তৈরি হয়েছে।

এএম/এনএস ইন্ডিয়ার ডিরেক্টর ও ভাইস প্রেসিডেন্ট (সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং) রঞ্জন ধর বলেন, আইএনএস মালবানের কমিশনিং দেশীয় ইস্পাত শিল্পের সক্ষমতার বড় প্রমাণ। আধুনিক নৌবাহিনীর জাহাজ নির্মাণে সংস্থার অবদান ভারতের আত্মনির্ভর প্রতিরক্ষা উৎপাদনকে আরও শক্তিশালী করছে।

কোচিন শিপইয়ার্ড নির্মিত আইএনএস মালবান মাহে-শ্রেণির আটটি এ ASW-SWC জাহাজের মধ্যে দ্বিতীয়। ৮০ শতাংশের বেশি দেশীয় উপাদানে তৈরি এই জাহাজ জলতলের নজরদারি, সাবমেরিন-বিরোধী অভিযান, মাইন ওয়ারফেয়ার এবং উপকূলীয় নিরাপত্তায় ব্যবহৃত হবে।

এএম/এনএস ইন্ডিয়া এই আটটি ASW-SWC জাহাজের জন্যই বিশেষ ইস্পাত সরবরাহ করছে। এছাড়া আইএনএস বিশাখাপত্তনম, আইএনএস সুরাট, চেনাব রেল সেতু, আঞ্জি খাদ রেল সেতু, বোগিবিল সেতু এবং ইন্ডিয়া-ভিত্তিক নিউট্রিনো অবজারভেটরি-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় প্রকল্পেও সংস্থাটি বিশেষ ইস্পাত সরবরাহ করেছে।

ভি ও স্পটিফাই-এর অংশীদারিত্ব, প্রিপেইড ইউজারদের জন্য নতুন রিচার্জ প্ল্যান লঞ্চ

শিলিগুড়ি: দেশের অন্যতম প্রধান টেলিকম অপারেটর ভি আজ তিনটি নতুন প্রিপেইড রিচার্জ প্ল্যান লঞ্চ করার ঘোষণা করেছে। এই প্ল্যানগুলোর মাধ্যমে কোনও অতিরিক্ত খরচ ছাড়াই স্পটিফাই প্রিমিয়াম উপভোগ করা যাবে। এর ফলে প্রিমিয়াম মিউজিক, বিনোদন এবং এক্সটেন্ডেড ডেটো বেনিফিট এখন একটিমাত্র রিচার্জেই পাওয়া যাবে, যা মিউজিক বেনিফিট সহ সবচেয়ে সাশ্রয়ী প্রিপেইড প্ল্যানগুলোর মধ্যে অন্যতম।

ডিজিটাল এনগেজমেন্টের ক্ষেত্রে মিউজিক এখন অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি, বিশেষ করে তরুণ গ্রাহকদের মধ্যে। স্পটিফাই প্রিমিয়াম এখন তাদের প্রিপেইড পোর্টালে যুক্ত হওয়ায়, ভি-এর ফ্ল্যাগশিপ রিচার্জ প্ল্যানগুলোর মাধ্যমে প্রিমিয়াম মিউজিক স্ট্রিমিং এখন আরও সহজলভ্য হয়ে উঠেছে। এর ফলে ব্যবহারকারীরা কোনও রকম বিজ্ঞাপন ছাড়াই নিরবচ্ছিন্ন গান শোনা, অফলাইনে গান ডাউনলোড এবং হাই-কোয়ালিটি অডিও উপভোগ করতে পারবেন।

ভি নতুন প্রিপেইড প্ল্যানে স্পটিফাই প্রিমিয়াম সুবিধা নিয়ে এসেছে। প্রধান অফারগুলো হলো ৪৩৫ টাকার প্ল্যান (২৮ দিন)-এ পাবেন আনলিমিটেড ৪জি/৫জি ডেটা, কল, প্রতিদিন ১০০ এসএমএস, জিওহটস্টার (মোবাইল) এবং স্পটিফাই প্রিমিয়াম। ২৫০ টাকার প্ল্যান (২৮ দিন)-এ থাকছে ২ জিবি ডেটা, আনলিমিটেড কল, ৩০০ এসএমএস এবং স্পটিফাই প্রিমিয়াম। আর ২৩০ টাকার অ্যাড-অন প্যাক (২৮ দিন)-এ পাওয়া যাবে ৩০ জিবি ডেটা, স্পটিফাই প্রিমিয়াম এবং জিওহটস্টার, সনিএলআইভি, জি ফাইভসহ ২০টির বেশি ওটিটি প্ল্যাটফর্মের সুবিধা।

রিচার্জ করার পর ভি অ্যাপের 'CLAIM BENEFITS' অপশন থেকে স্পটিফাই অ্যাকাউন্টে লগইন বা তৈরি করে নিলে এই সুবিধাটি সহজে চালু করা যাবে।

ভি-এর নতুন কিছু অফার নেটফ্লিক্স, অ্যামাজন প্রাইম ও জিওহটস্টারের মতো ওটিটি প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে স্পটিফাই প্রিমিয়াম যুক্ত করে তাদের বিনোদন পোর্টফোলিওকে আরও শক্তিশালী করে। এর ফলে গ্রাহকরা গান, সিনেমা, খেলাধুলা ও টিভি বিনোদনে আরও বেশি পছন্দ, সুবিধা ও সাশ্রয়ী মূল্য উপভোগ করতে পারবেন।

ইউরোফ্রেগরেন্সের ভারতের নতুন এমডি শেখর শ্রীনিবাসন

কলকাতা: আন্তর্জাতিক সুগন্ধি প্রস্তুতকারী সংস্থা ইউরো ফ্রেগরেন্স ভারতের ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে শেখর শ্রীনিবাসনকে নিয়োগ করেছে। ভারতের দ্রুত বিকাশমান সুগন্ধির বাজারে সংস্থার উপস্থিতি আরও শক্তিশালী করতেই এই পদক্ষেপ।

২০১৮ সালে ভারতে কার্যক্রম শুরু করার পর ইউরো ফ্রেগরেন্স ৫০ জনেরও বেশি কর্মী নিয়ে ফাইন ফ্রেগরেন্স, হোম কেয়ার ও পার্সোনাল কেয়ার বিভাগে কাজ করছে।

বিশেষায়িত রাসায়নিক, সুগন্ধি ও ভোগ্যপণ্য শিল্পে শেখরের ২০ বছরেরও বেশি আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা রয়েছে। তিনি আগে গদরেজ ইন্ডাস্ট্রিজ (কেমিক্যালস)-এর গ্লোবাল বিজনেস হেড ছিলেন। এছাড়াও ডিএসএম-ফার্মেনিক, ইনজিভিটি ইন্ডিয়া, অ্যারানকা এবং পেট্রোটেক ইনকর্পোরেটেড-এও নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করেছেন।

নতুন দায়িত্বে শেখর ভারতে সংস্থার ব্যবসা সম্প্রসারণ, গ্রাহক সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করা এবং নতুন উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে তোলার কাজের নেতৃত্ব দেবেন।

ইউরোফ্রেগরেন্সের সিইও জোয়ান পেরে হিমেনেস বলেন, শেখরের অভিজ্ঞতা ও নেতৃত্ব ভারতের বাজারে সংস্থার প্রবৃদ্ধি আরও ত্বরান্বিত করবে। অন্যদিকে শেখর বলেন, ভারতের সম্ভাবনাময় সুগন্ধির বাজারে গ্রাহক ও দলের সঙ্গে কাজ করে সংস্থার টেকসই উন্নয়ন এবং ভবিষ্যতের সাফল্য এগিয়ে নিতে তিনি আগ্রহী।

ওড়িশা এএম/এনএস ইন্ডিয়া খো খো সেন্টারে দুই বছরের সাফল্য উদযাপন

কলকাতা: পুরীর ওড়িশা এএম/এনএস ইন্ডিয়া খো খো হাই পারফরম্যান্স সেন্টারে অত্যন্ত জাঁকজমক আয়োজনে তাদের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে সফল অ্যাথলেটদের সংবর্ধনা জানানো হয় এবং খো খো সিলেকশন ট্রায়ালস ২০২৬-এর মাধ্যমে নতুন প্রতিশ্রুতিবান অ্যাথলেটদের বরণ করে নেওয়া হয়। ভারতের ভবিষ্যৎ খো খো চ্যাম্পিয়ন তৈরিতে এটি একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক।

আর্সেলরমিত্তল নিপ্পন স্টিল ইন্ডিয়া এবং ওড়িশা সরকারের যৌথ উদ্যোগে এই সেন্টারটি গড়ে উঠেছে, যা দেশে খো খো খেলোয়াড়দের প্রতিভা বিকাশের পাশাপাশি বিচারকদেরও প্রশিক্ষণ দেয়। গত দুই বছরে সেন্টারের অ্যাথলেটরা খো খো বিশ্বকাপ ২০২৫, জাতীয় গেমস ২০২৫ এবং বিভিন্ন জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ সহ ৩০টিরও বেশি প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে ৪৮টি পদক অর্জন করেছেন। এটি প্রমাণ করে যে সেন্টারটি তরুণ প্রতিভাদের জন্য একটি শক্তিশালী ইনকিউবেটর হিসেবে কাজ করছে।

এএম/এনএস ইন্ডিয়া-র এইচআর ও অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ডিরেক্টর ও ভিপি শ্রী আশুতোষ তেলং বলেন, "মাত্র দুই বছরের মধ্যে সেন্টারটি খো খো প্রশিক্ষণের জন্য অনন্য হয়ে উঠেছে। নতুন অ্যাথলেটদের স্বাগত জানিয়ে আমরা শৃঙ্খলা ও উৎকর্ষ বজায় রাখার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করছি।"

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় মেনস খো খো দলের অধিনায়ক শ্রী প্রতীক ওয়াইকার। এ ছাড়া খো খো ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার সহ-সভাপতি শ্রী প্রদ্যুম্ন মিশ্র, ড. দেবব্রত দাশ, ড. বিকাশ যাদবেন্দু এবং শ্রী সাগর সামালের মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

সিলেকশন ট্রায়ালস ২০২৬-এর পর জুনিয়র ও সিনিয়র বিভাগের ৩১ জন অ্যাথলেট তাদের স্থান ধরে রাখেন এবং ১০ জন ছেলে ও ৯ জন মেয়ে সহ ১৯ জন নতুন অ্যাথলেট সেন্টারে যোগ দেন। বর্তমান ব্যাচগুলির পদোন্নতির ফলে এই নতুন অন্তর্ভুক্তি সেন্টারের শক্তিশালী ট্যালেন্ট পাইপলাইনকে তুলে ধরে। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের পাশাপাশি অ্যাথলেটরা একটি প্রদর্শনী ম্যাচে তাদের ক্ষিপ্রতা ও কৌশল প্রদর্শন করেন। তৃতীয় বছরে পদার্পণ করে সেন্টারটি বিশ্বমানের অ্যাথলেট গড়ে তুলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

কোটাক কন্যা স্কলারশিপে ৫০০ নতুন ছাত্রী

কলকাতা: কোটাক মাহিন্দ্রা গ্রুপের সিএসআর শাখা কোটাক এডুকেশন ফাউন্ডেশন ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষের জন্য কোটাক কন্যা স্কলারশিপ ২০২৬ চালু করেছে। 'ওয়ান ইন এ মিলিয়ন' প্রচারের আওতায় আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া কিন্তু মেধাবী ৫০০ জন ছাত্রীকে উচ্চশিক্ষার জন্য বৃত্তি দেওয়া হবে।

২০২১ সাল থেকে এই স্কলারশিপে ২৪টি রাজ্যের ১,৫২৫ জন ছাত্রী উপকৃত হয়েছেন। নির্বাচিত ছাত্রীরা ইঞ্জিনিয়ারিং, এমবিবিএস, আর্কিটেকচার, ডিজাইন ও ইন্টিগ্রেটেড এলএলবি-সহ বিভিন্ন পেশাদার কোর্সে পড়ার জন্য কোর্স শেষ হওয়া পর্যন্ত প্রতি বছর ১.৫ লক্ষ টাকা পাবেন। পাশাপাশি মেন্টরশিপ, কেরিয়ার গাইডেন্স, শিল্পক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা, লাইফ স্কিলস ও মানসিক সুস্থতা সংক্রান্ত সহায়তাও দেওয়া হবে।

এবিষয়ে কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্কের গ্রুপ সিএসআরের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ঋধি ভাটিয়া বলেন, আর্থিক অসুবিধা নয়, মেধাই যেন ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে, সেটাই এই উদ্যোগের লক্ষ্য। কোটাক এডুকেশন ফাউন্ডেশনের আরতি কাউলগুড জানান, বৃত্তিপ্রাপ্তদের সাফল্যের ভিত্তিতেই আরও ৫০০ জন ছাত্রীকে এই প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে।

আবেদনের জন্য উচ্চমাধ্যমিকে কমপক্ষে ৭৫% নম্বর, পরিবারের বার্ষিক আয় ৬ লক্ষ টাকার কম এবং প্রথম বর্ষের পেশাদার কোর্সে ভর্তি হওয়া বাধ্যতামূলক। কোটাক এডুকেশন ফাউন্ডেশনের (KEF) স্কলারশিপ বিভাগ এ পর্যন্ত ৪,০০০-এরও বেশী শিক্ষার্থীকে সহায়তা করেছে। তাদের মধ্যে ২,০০০-এরও বেশী প্রাক্তন স্কলার বর্তমানে দেশের শীর্ষস্থানীয় কোম্পানি এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পেশাজীবী হিসেবে সফলতার সঙ্গে কর্মরত।

২৫ অগাস্ট লঞ্চ হবে বোল্ট-এর স্মার্টফোন ইভো এবং এস 5G

কলকাতা: ফায়ার-বোল্টের স্মার্টফোন ব্র্যান্ড বোল্ট আগামী ২৫ অগাস্ট ২০২৬-এ তাদের নতুন দুটি 5G স্মার্টফোন ইভো এবং এস 5G বাজারে আনতে চলেছে।

লঞ্চের আগে ব্র্যান্ডের পরিচিতি বাড়াতে সংস্থাটি ফ্লিপকার্ট ফ্রিডম সেল ২০২৬-এর টাইটেল স্পনসর হয়েছে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে মেট্রো শহরের পাশাপাশি টিয়ার 2 এবং টিয়ার 3 শহরের লক্ষ লক্ষ গ্রাহকের কাছে পৌঁছানোর লক্ষ্য নিয়েছে বোল্ট। ফ্লিপকার্টের এই সেল চলবে ৭ই আগস্ট (সদস্যদের জন্য আগাম অ্যাক্সেস) থেকে ১৫ই আগস্ট পর্যন্ত। সংস্থার দাবি, ভারতীয় গ্রাহকদের চাহিদার কথা মাথায় রেখে তৈরি ইভো এবং এস 5G-এ থাকবে আকর্ষণীয় ডিজাইন, নির্ভরযোগ্য পারফরম্যান্স এবং দৈনন্দিন ব্যবহারের উপযোগী আধুনিক ফিচার। ফোন দুটির দাম, সম্পূর্ণ স্পেসিফিকেশন এবং সারা দেশে প্রাপ্যতা সম্পর্কে বিস্তারিত লঞ্চের সময় জানানো হবে।

2026 সালের ইয়েজদি মোটরসাইকেল রেঞ্জ লঞ্চ

কলকাতা: ভারতের উৎসবের মরসুমকে সামনে রেখে জাওয়া ইয়েজদি মোটরসাইকেল তাদের 2026 সালের ইয়েজদি মোটরসাইকেল রেঞ্জ লঞ্চ করেছে। 'আনটেমড ট্রিনিটি' নামে পরিচিত এই নতুন সিরিজে রয়েছে তিনটি মডেল— ইয়েলো ফ্যালকন অ্যাডভেঞ্চার, গ্রিন ম্যাম্বা রোডস্টার এবং গ্রে প্যান্থার স্ক্র্যাম্বলার। ওনাম উপলক্ষে কেরল থেকেই এই নতুন রেঞ্জের দেশব্যাপী বিক্রি শুরু হচ্ছে।

নতুন ইয়েলো ফ্যালকন অ্যাডভেঞ্চার-এ প্রথমবারের মতো ক্রস-স্পোক হুইলস যুক্ত করা হয়েছে, যা স্পোক হুইলের দৃঢ়তা এবং টিউবলেস টায়ারের সুবিধা একসঙ্গে দেবে। এতে রয়েছে 334-সিসি লিকুইড-কুলড আলফা-টু ইঞ্জিন, যা 29.6 পিএস শক্তি এবং 29.9 এনএম টর্ক উৎপন্ন করে। এছাড়া ট্র্যাকশন কন্ট্রোল ও রোড, রেইন এবং অফ-রোড এবিএস মোড বজায় রাখা হয়েছে।

গ্রিন ম্যাম্বা রোডস্টার-এ নতুন ম্যাটে গ্রিন রং, অ্যারাবিকা-ব্রাউন কুইল্টেড সিট এবং কপার ডেক্যালস ব্যবহার করা হয়েছে। অন্যদিকে গ্রে প্যান্থার স্ক্র্যাম্বলার-এ মেটালিক গ্রে ফিনিশ, অ্যারাবিকা-ব্রাউন-সিট এবং কাতার ইঞ্জিন রয়েছে, যা 30 পিএস শক্তি, 30 এনএম টর্ক এবং ৩০ কিমি/লি জ্বালানি দক্ষতা প্রদান করে।

ক্লাসিক লেজেন্ডস-এর কো-ফাউন্ডার বোমান রুস্তম ইরানি বলেন, ইয়েজদি সবসময়ই রাইডারদের ভালোবাসা ও অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে এগিয়ে গিয়েছে। নতুন 2026 রেঞ্জ সেই ঐতিহ্যকেই আরও শক্তিশালী করবে। আরেক কো-ফাউন্ডার অনুপম থারেজা জানান, কেরল ইয়েজদি-র অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বাজার হওয়ায় এখান থেকেই জাতীয় লঞ্চের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

কেরল জুড়ে 20টিরও বেশি ডিলারশিপ টাচপয়েন্ট গড়ে তুলেছে জাওয়া ইয়েজদি মোটরসাইকেলস। 2026 সালের নতুন রঙের এই মডেলগুলির বুকিং ইতিমধ্যেই সারা ভারতে শুরু হয়েছে। পাশাপাশি 4 বছর বা 50,000 কিমি স্ট্যান্ডার্ড ওয়ারেন্টি, রোডসাইড অ্যাসিস্ট্যান্স এবং এএমসি-সহ ওনারশিপ অ্যাসুরেন্স প্রোগ্রাম-ও গ্রাহকদের জন্য চালু থাকবে।

ফাডা (FADA) কর্তৃক পশ্চিমবঙ্গ পরিবহন মন্ত্রীর সঙ্গে 'ফায়ার-সাইড চ্যাট' আয়োজন

শিলিগুড়ি: ভারতীয় অটোমোবাইল রিটেল শিল্পের শীর্ষ সংগঠন 'ফেডারেশন অব অটোমোবাইল ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশনস' (FADA) ৫ অগাস্ট কলকাতার আইটিসি রয়্যাল বেঙ্গলে 'বেঙ্গল স্টেট রুমে' পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় পরিবহন মন্ত্রীর সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ 'ফায়ার-সাইড চ্যাট' অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেছে। এতে রাজ্যের ১৫০ জনেরও বেশি অটোমোবাইল ডিলার প্রিন্সিপাল, ফাডার কেন্দ্রীয় টিম এবং ইন্ডাস্ট্রির সিনিয়র প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

ফাডা (FADA) কর্তৃক পশ্চিমবঙ্গ পরিবহন মন্ত্রীর সঙ্গে 'ফায়ার-সাইড চ্যাট' আয়োজন

অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় পরিবহন মন্ত্রী শ্রী অর্জুন সিং ডিলারদের অবদান স্বীকার করে ডিজিটাল রূপান্তর, অনলাইন পরিষেবা ও স্বচ্ছতার মাধ্যমে পরিবহন ব্যবস্থাকে আধুনিক করার কথা জানান। তিনি বলেন, "আমাদের অগ্রাধিকার হলো স্বচ্ছ ও প্রযুক্তি নির্ভর পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা। আমরা সিএমভিআর (CMVR) আইনের পূর্ণ প্রয়োগ এবং রাজ্যজুড়ে বেআইনি মাল্টি-ব্র্যান্ড আউটলেটে (MBO) ব্যবসার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।"

আলোচনায় ফাডা-র পক্ষ থেকে সিএমভিআর প্রয়োগ, বেআইনি এমবিও ব্যবসা বন্ধ, ব্যবহৃত গাড়ির রেজিস্ট্রেশন এবং সম্পূর্ণ অনলাইন ৫-বছরের ট্রেড সার্টিফিকেট ব্যবস্থার দাবি তোলা হয়।

ফাডার সহ-সভাপতি মি. সাই গিরিধর সরকারের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে জানান, এই পদক্ষেপগুলো গ্রাহকদের জন্য সুবিধার পরিধি বাড়াবে এবং অনুমোদিত ডিলারদের জন্য একটি স্বচ্ছ ও সুষম ব্যবসায়ী পরিবেশ তৈরি করবে।

নতুন কন্ট্রা ফান্ড আনলো বন্ধন মিউচুয়াল ফান্ড

25 YEARS Bandhan AMC

কলকাতা: বন্ধন মিউচুয়াল ফান্ড নতুন বন্ধন কন্ট্রা ফান্ড চালু করার ঘোষণা করেছে। এটি একটি ওপেন-এন্ডেড ইক্যুইটি স্কিম, যেখানে বাজারের সাময়িক নেতিবাচক পরিস্থিতির কারণে অবমূল্যায়িত হলেও মূলগতভাবে শক্তিশালী সংস্থাগুলিতে বিনিয়োগ করা হবে। এই নিউ ফান্ড অফার (NFO) ১০ই আগস্ট থেকে শুরু হয়ে ২৪শে আগস্ট পর্যন্ত চলবে। মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটর, অনলাইন প্ল্যাটফর্ম এবং বন্ধন মিউচুয়াল ফান্ডের সরাসরি প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে এতে বিনিয়োগ করা যাবে।

এই ফান্ডের লক্ষ্য হল এমন সংস্থাগুলিতে বিনিয়োগ করা, যেগুলির আয় ও ব্যবসার উন্নতির সঙ্গে ভবিষ্যতে শেয়ারের মূল্য বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সংস্থার দাবি, এটি প্রচলিত গ্রোথ ও ভ্যালু-ভিত্তিক বিনিয়োগ কৌশলের পাশাপাশি নতুন সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

বন্ধন AMC-এর সিইও বিশাল কাপুর বলেন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে মূল্যায়নের বড় ব্যবধান তৈরি হওয়ায় এখন কন্ট্রা বিনিয়োগের ভালো সুযোগ রয়েছে। তাঁর মতে, অনেক সংস্থার ব্যবসা ও আর্থিক ভিত্তি শক্তিশালী হলেও সেগুলির প্রকৃত মূল্য এখনও বাজারে প্রতিফলিত হয়নি। এই ফান্ড সেই ধরনের সংস্থায় পরিকল্পিতভাবে বিনিয়োগ করবে, যাতে ভবিষ্যতে ব্যবসার উন্নতির সঙ্গে বিনিয়োগকারীরা লাভের সুযোগ পান।

সংস্থার মতে, দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগকারী এবং বাজারের ওঠানামার মধ্যেও ধৈর্য ধরে বিনিয়োগ করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের জন্য এই ফান্ড একটি ভালো বিকল্প হতে পারে। বিশেষ করে পোর্টফোলিওতে বৈচিত্র্য আনতে এটি সহায়ক হতে পারে।

এআই প্রযুক্তি দিয়ে প্রিমিয়াম অনুপাত কমালো আইসিআইসিআই

দুর্গাপুর/শিলিগুড়ি: প্রযুক্তিতে ধারাবাহিক বিনিয়োগ এবং অটোমেশনের পাশাপাশি অন্যান্য ব্যয় কমানোর পদক্ষেপগুলি আইসিআইসিআই প্রুডেনশিয়াল লাইফ ইন্স্যুরেন্সের সেভিংস লাইনের বিজনেসের ক্ষেত্রে কস্ট-টু-প্রিমিয়াম অনুপাতকে ২০২৭ অর্থ বর্ষের প্রথম কোয়ার্টারে ১৩.৬%-এ নামিয়ে আনতে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেছে। ব্যবসার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গেও বিগত বছরের তুলনায় এটি ৫০ বেসিস পয়েন্ট কমেছে। সিআইসিআইসিআই প্রুডেনশিয়াল লাইফ ইন্স্যুরেন্সের চিফ টেকনোলজি অফিসার মি. গণেশন সৌন্দিরাম বলেন, "আইসিআইসিআই প্রুডেনশিয়াল লাইফ ইন্স্যুরেন্সে, কোম্পানির ডিজিটাল পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে আমাদের বিনিয়োগগুলি কেবল আমাদের গ্রাহকদেরই ক্ষমতায়ন করেনি, বরং পলিসির সম্পূর্ণ মেয়াদ জুড়ে আরও উন্নত গ্রাহক পরিষেবা নিশ্চিত করতে সাহায্য করেছে। গ্রাহক

ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE

অধিগ্রহণ, ডিস্ট্রিবিউটরদের কার্যকারিতা, পরিষেবা প্রদান এবং পরিচালন দক্ষতা বৃদ্ধি করতে আমরা এআই, অ্যানালিটিক্স এবং আইসিআইসিআই প্রু পার্টনার স্ট্যাক, আইপিআরইউ এজ ইত্যাদির মতো প্ল্যাটফর্মগুলি ব্যবহার করছি।

আমরা যখন আমাদের টেকনোলজি স্ট্যাক তৈরি করেছিলাম, তখন লক্ষ্য কখনওই কেবল অটোমেশনের প্রতি ছিল না। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল ম্যানুয়াল পদ্ধতির কারণে হওয়া জটিলতা ও খরচ দূর করা, যাতে সঞ্চয়ের সুফল আরও দক্ষতার সঙ্গে গ্রাহকদের কাছে পৌঁছায় এবং তারা অপেক্ষাকৃত দ্রুত ও সহজ অভিজ্ঞতা পান। সেই চিন্তাভাবনাই এখন আমাদের পরিচালন দক্ষতা উন্নত করতে সাহায্য করছে।" আবেদন থেকে ইস্যু পর্যন্ত সমগ্র প্রক্রিয়াকে ঢেলে সাজানো হয়েছে যা এই দক্ষতা এনেছে। চলতি অর্থবর্ষের প্রথম কোয়ার্টারে ৫৮% পলিসি ডিজিটাল কেওয়াইসি-তে এবং ৫৪% সঞ্চয় পলিসি একই দিনে ইস্যু হয়েছে। পাশাপাশি, 'আসক খুশমানি' চ্যাটবট, হোয়াটসঅ্যাপ ও এআই-চালিত প্রসেসিংয়ের মাধ্যমে ডিজিটাল ক্লেইম রেজিস্টার ও রিয়েল-টাইম ট্র্যাকিং সুবিধা দিয়ে কোম্পানি দ্রুত দাবি মেটাচ্ছে। এআই আন্ডাররাইটিংয়ের সাহায্যে Q1-FY27-এ ৯৯.৩% ক্লেইম সেটেল করা হয়েছে, যেখানে তদন্তহীন দাবির নিষ্পত্তি মাত্র ১ দিনে করা হয়। 'আসক খুশমানি' চ্যাটবট এবং ঘণ্টায় ৫০,০০০ গ্রাহককে ভয়েস রিমাইন্ডার পাঠানোর সুবিধা দৈনন্দিন পরিষেবা সহজ করছে। এছাড়া, IPRU EDGE অ্যাপ উপদেষ্টাদের একই দিনে পলিসি ইস্যু ও ব্যবসা বৃদ্ধিতে সাহায্য করছে।

আকাসা এয়ার চালু করলো তাদের নতুন 'আকাসা এলিভেট'

কলকাতা: ভারতের দ্রুততম

আকাসা এয়ার চালু করলো তাদের নতুন 'আকাসা এলিভেট'

বিস্তারিত বিমান সংস্থা আকাসা এয়ার তাদের নতুন লয়্যালটি প্রোগ্রাম 'আকাসা এলিভেট' চালু করেছে। এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে সদস্যরা যোগ্য ফ্লাইট এবং আনুষঙ্গিক পণ্য ও পরিষেবায় এলিভেট পয়েন্ট অর্জন করতে পারবেন। পাশাপাশি সহজ টিয়ার প্রোগ্রেশনের মাধ্যমে এক্সক্লুসিভ সুবিধা ও আরও লাভজনক ভ্রমণের অভিজ্ঞতা মিলবে।

২০২২ সালের আগস্টে যাত্রা শুরুর পর আকাসা এয়ার ইতিমধ্যেই প্রায় ৩ কোটি যাত্রীকে পরিষেবা দিয়েছে এবং ভারতের বিমান চলাচলের ইতিহাসে সবচেয়ে দ্রুত ৪০টির বেশি বিমান বহরে যুক্ত করেছে। সংস্থার দাবি, এই সাফল্যের ভিত্তি গ্রাহকদের আস্থা, গ্রাহককেন্দ্রিক পরিষেবা ও টেকসই উন্নয়ন।

এবিষয়ে আকাসা এয়ারের প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও বিনয় দুবে বলেন, চার বছর পূর্তিতে গ্রাহকদের আস্থা ও সমর্থনের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতেই এই উদ্যোগ। তাঁর কথায়, আকাসা এলিভেট সদস্যদের প্রথম ভ্রমণ থেকেই রিওয়ার্ড, দ্রুত টিয়ার আপগ্রেড এবং ব্যক্তিগত স্বীকৃতির সুযোগ দেবে। পাশাপাশি সংস্থা ভবিষ্যতেও নতুন অংশীদারিত্ব, সুবিধা ও ফিচারের মাধ্যমে এই প্রোগ্রামকে আরও সমৃদ্ধ করবে। আকাসা এলিভেট-এর সুবিধার মধ্যে রয়েছে সহজ টিয়ার প্রোগ্রেশন, ফ্লাইট ও আনুষঙ্গিক পরিষেবায় এলিভেট পয়েন্ট, আনলিমিটেড প্রায়োরিটি সার্ভিস, সিট, ব্যাগেজ, মিল ও ট্রাভেল ফ্লেক্সিবিলিটিতে বাড়তি সুবিধা এবং প্রিমিয়াম সদস্যদের জন্য ডেডিকেটেড সাপোর্ট ও ব্যক্তিগত স্বীকৃতি। এছাড়া, ১ এপ্রিল ২০২৬ বা তার পরে আকাসা এয়ারে ভ্রমণ করা যাত্রীরা রেট্রো ক্লেম-এর মাধ্যমে আগের সফরের এলিভেট পয়েন্টও দাবি করতে পারবেন।

ভারত-আফ্রিকা সম্পর্কের নতুন রোডম্যাপ উন্মোচনে ড. জয়শঙ্কর

কলকাতা: পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এস. জয়শঙ্কর ৫ অগাস্ট জাতীয় রাজধানীতে আয়োজিত আফ্রিকা দিবস ২০২৬-এর উদযাপনে অংশ নেন। এই অনুষ্ঠান চলাকালীন, তিনি ভারতে নিযুক্ত আফ্রিকান মিশনপ্রধান এবং কূটনৈতিক সম্প্রদায়ের প্রবীণ সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং ভারত-আফ্রিকা সম্পর্কের ভবিষ্যতের জন্য একটি রোডম্যাপ শেয়ার করেন। এই বৈঠকের উদ্দেশ্য ছিল ভারত ও আফ্রিকা মহাদেশের মধ্যে কৌশলগত, অর্থনৈতিক এবং প্রতিরক্ষা সহযোগিতাকে আরও গভীর করা।

পররাষ্ট্র মন্ত্রক কর্তৃক জারি করা একটি বিবৃতি অনুসারে, উপস্থিত সুধীবৃন্দকে সম্বোধন করার সময় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভারত-আফ্রিকা অংশীদারিত্বের শক্তিশালী মতাদর্শগত ও ঐতিহাসিক ভিত্তির কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, "আমাদের জুড়ে থাকা ইতিহাস ঔপনিবেশিক যুগে একটি নতুন মাত্রার রূপ নেয়, যখন আমাদের জনগণ পরাধীনতার শৃঙ্খলে নিপীড়িত হয়েছিল তা ছিল অত্যন্ত মর্মান্তিক। ভারত এবং আফ্রিকা তাদের স্বাধীনতা ও মানবমর্যাদার জন্য যৌথ সংগ্রামে একসূত্রে দাঁড়িয়েছিল – এবং সেই বন্ধন আজও অব্যাহত রয়েছে।"

ভারত-আফ্রিকা সম্পর্কের নতুন রোডম্যাপ উন্মোচনে ড. জয়শঙ্কর

ড. জয়শঙ্কর জোর দিয়ে বলেন যে, "ভারত আফ্রিকার অন্যতম প্রধান বাণিজ্য ও বিনিয়োগ অংশীদার, যার দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ৯৩ বিলিয়ন ডলার এবং বিনিয়োগ ৮০ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে। আফ্রিকার তরুণ জনসংখ্যা ও প্রাকৃতিক সম্পদ ভারতের উদ্ভাবন-চালিত প্রগতির পরিপূরক। ভারত স্থানীয় সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৪০টিরও বেশি আফ্রিকান দেশকে ১০ বিলিয়ন ডলার মূল্যের ১৯০টি লাইন অব ক্রেডিট (LOC) দিয়েছে, যার মধ্যে ৪.৫ বিলিয়ন ডলারের ২২০টি প্রকল্প ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। খাদ্য নিরাপত্তা জোরদারে ৯টি আফ্রিকান দেশে খাদ্যশস্য পাঠানো হয়েছে এবং মিলেট চাষের অভিজ্ঞতা শেয়ার করা হচ্ছে। এছাড়া, গত ৫ বছরে সংহতির প্রতীক হিসেবে ২৫টিরও বেশি দেশে ওষুধ, ভ্যাকসিন ও ত্রাণ সামগ্রী পাঠানো হয়েছে। সাম্প্রতিক উদাহরণগুলোর মধ্যে রয়েছে বুর্কিনা ফাসো, মোজাম্বিক, লেসোথো, নামিবিয়া, জাম্বিয়া, জিম্বাবোয়ে, নাইজেরিয়া, বতসোয়ানা এবং সিয়েরা লিওনে খাদ্যশস্য সরবরাহ। জোয়ার-বাজরা (মিলেট) উৎপাদনে আমাদের পুনরুজ্জীবনের অভিজ্ঞতা আফ্রিকান দেশগুলোর জন্যও অত্যন্ত জরুরি। এছাড়া, আমাদের সংহতির প্রতীক হিসেবে গত ৫ বছরে ২৫টিরও বেশি আফ্রিকান দেশে ওষুধ, ভ্যাকসিন, চিকিৎসা সরঞ্জাম এবং দুর্যোগ ত্রাণ সামগ্রী পাঠানো হয়েছে।"

ক্যাফে আকাসা নিয়ে এলো নবরোজ স্পেশাল মিল

কলকাতা: আকাসা এয়ারের অনবোর্ড মিল সার্ভিস ‘ক্যাফে আকাসা’ পারসি নববর্ষ উদযাপন করতে তাদের ‘নবরোজ স্পেশাল মিলে’র দ্বিতীয় এডিশন নিয়ে এসেছে। যাত্রীদের আকাশে ভাসমান অবস্থাতেই পারসি রন্ধনশৈলীর অনন্য স্বাদের অভিজ্ঞতা দেওয়ার জন্য এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই বিশেষ খাবারের মেনুতে থাকছে ‘পাতরা নু চিকেন সালাদ’-এর সঙ্গে ‘পারসি চিকেন কিমা পাই’, ‘জাফরানি চালের পায়েস’ (স্যাফরন রাইস পুডিং) এবং আপনার পছন্দের একটি পানীয়।

২০২৬ সালের পুরো অগাস্ট মাস জুড়ে এই মিলটি পাওয়া যাবে। যাত্রীরা আকাসা এয়ারের ওয়েবসাইট বা মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে এটি প্রি-বুক করতে পারবেন। ‘নবরোজ’ শব্দের অর্থ “নতুন দিন”। এটি নবায়ন, কৃতজ্ঞতা এবং একসঙ্গে আনন্দ উদযাপনের একটি উৎসব, যেখানে খাবার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ঐতিহ্যবাহী পারসি রন্ধনশৈলীর অনুপ্রেরণায় এই মেনুটি অত্যন্ত যত্ন সহকারে তৈরি করা হয়েছে, যাতে যাত্রীরা ভ্রমণের সময়ও নবরোজ উৎসবের মূল আমেজ ও খাঁটি স্বাদ উপভোগ করতে পারেন। সারা বছর ধরে আনা এই লিমিটেড এডিশনের বিশেষ মেনুগুলোর মাধ্যমে ক্যাফে আকাসা অনবোর্ড অভিজ্ঞতাকে আরও সমৃদ্ধ করে চলেছে। ঋতুভিত্তিক বিশেষ মুহূর্ত এবং গ্রাহকদের পরিবর্তনশীল পছন্দকে সম্মান জানিয়ে তারা প্রতিটি ফ্লাইটে নতুন কিছু উপহার দেওয়ার চেষ্টা করছে।

২০২২ সালের অগাস্টে যাত্রা শুরু করার পর থেকেই আকাসা এয়ার বিভিন্ন উৎসব উদযাপনের অংশ হিসেবে আঞ্চলিক খাবার পরিবেশনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। মকর সংক্রান্তি, ভ্যালেন্টাইনস ডে, হোলি, ঈদ, ইস্টার, মাদার্স ডে, আন্তর্জাতিক যোগ দিবস, নবরোজ, ওনাম, গণেশ চতুর্থী, দশেরা, দেওয়ালি, চিলড্রেনস ডে এবং ক্রিসমাস—প্রতিটি উৎসবেই ক্যাফে আকাসা বিশেষ খাবার পরিবেশন করে ফ্লাইটের অভিজ্ঞতাকে নতুন মাত্রা দিয়েছে।

ক্যাফে আকাসা নিয়ে এলো নবরোজ স্পেশাল মিল

সেনহাইজারের সেরা ডিল এবার অ্যামাজন ফ্রিডম সেলে

কলকাতা: অডিও প্রযুক্তির বিশ্বখ্যাত প্রতিষ্ঠান সেনহাইজার আগামী ৭ই আগস্ট থেকে শুরু হওয়া অ্যামাজন গ্রেট ফ্রিডম ফেস্টিভ্যাল সেল ২০২৬ উপলক্ষে তাদের প্রিমিয়াম অডিও পণ্যে বিশেষ ছাড় ঘোষণা করেছে। এই সেলে নির্বাচিত পণ্যে ৬০% পর্যন্ত ছাড়, ২৪ মাস পর্যন্ত নো-কস্ট ইএমআই ও ব্যাঙ্ক অফার মিলবে।

অফারে রয়েছে আইই ১০০ প্রো, মোমেন্টাম ৪, এইচডি ৪৯০ প্রো প্লাস, অ্যাক্সেন্টাম প্লাস, প্রোফাইল ইউএসবি মাইক্রোফোন এবং মোমেন্টাম ট্রু ওয়্যারলেস ৪। আইই ১০০ প্রো-এর অফার মূল্য ৬,৭৯৯ টাকা।

মোমেন্টাম ৪ এই হেডফোনে রয়েছে ৪২ মিমি ট্রান্সডিউসার, অ্যাডাপ্টিভ নয়েজ ক্যান্সেলেশন, ট্রান্সপারেন্সি মোড এবং একবার চার্জে ৬০ ঘণ্টা ব্যাটারি ব্যাকআপ। এমআরপি ৩৪,৯৯০ টাকার পরিবর্তে এর অফার মূল্য ১৮,৯৯০ টাকা।

অডিও পেশাদারদের জন্য তৈরি সেনহাইজারের এই প্রিমিয়াম রেফারেন্স হেডফোনে রয়েছে ওপেন-ব্যাক ডিজাইন, নিখুঁত অডিও রিপ্রোডাকশন, পরিবর্তনযোগ্য ইয়ারপ্যাড, ডিট্যাচেবল কেবল এবং DEAR REALITY DEARVR MIX-SE প্লাগ-ইন। AMAZON GREAT FREEDOM SALE-এ এটি ২৮,৯৯০ টাকা মূল্যে পাওয়া যাবে, সঙ্গে নির্বাচিত ব্যাঙ্ক কার্ডে অতিরিক্ত ছাড়।

অ্যাক্সেন্টাম প্লাস-এ রয়েছে অ্যাডাপ্টিভ হাইব্রিড ANC, ৫-ব্যান্ড ইকুয়ালাইজার, সাউন্ড পার্সোনালাইজেশন এবং একবার চার্জে ৫০ ঘণ্টা ব্যাটারি। মাত্র ১০ মিনিট চার্জে ৫ ঘণ্টা প্লেব্যাক, স্মার্ট টাচ কন্ট্রোল, অ্যান্টি-উইন্ড মোড ও স্মার্ট পজ ফিচারও রয়েছে। এমআরপি ১৯,৯৯০ টাকার পরিবর্তে এটি এখন ১২,৭৪০ টাকায় (ব্যাঙ্ক ডিসকাউন্টসহ) পাওয়া যাচ্ছে।

প্রোফাইল ইউএসবি মাইক্রোফোন পডকাস্টার ও কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের জন্য তৈরি এই প্রিমিয়াম USB-C কন্ডেন্সার মাইক্রোফোন। এতে রয়েছে কার্ডিওয়েড ক্যাপসুল, অনবোর্ড কন্ট্রোল ও প্লাগ-অ্যান্ড-প্লে সুবিধা। অ্যামাজন গ্রেট ফ্রিডম সেল-এ এটি ৭,৪৯০ টাকায় পাওয়া যাবে, সঙ্গে নির্বাচিত ব্যাঙ্ক কার্ডে অতিরিক্ত ছাড়।

মোমেন্টাম ট্রু ওয়্যারলেস ৪ ইয়ারবাডে রয়েছে TRUERE-SPONSE ট্রান্সডিউসার, লসলেস অডিও, অ্যাডাপ্টিভ ANC, ৩০ ঘণ্টা ব্যাটারি ও ৬-মাইক কলিং প্রযুক্তি। এমআরপি ৩৪,৯৯০ টাকার পরিবর্তে এর অফার মূল্য ১৮,৯৯০ টাকা।

সেনহাইজারের সেরা ডিল এবার অ্যামাজন ফ্রিডম সেলে

বৃষ্টির দিনগুলিতে রাখুন চোখের বিশেষ খেয়াল

বর্ষার আগমন অনেকের কাছেই আনন্দের হলেও, আবহাওয়ার পরিবর্তন এবং বাতাসে আর্দ্রতা বাড়ার কারণে এ সময়ে ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসজনিত সংক্রমণের ঝুঁকি অনেকটাই বেড়ে যায়। তাই এই সময়ে স্বাস্থ্যের বাড়তি যত্ন নেওয়া অত্যন্ত জরুরি। অন্যান্য শারীরিক সমস্যার পাশাপাশি বর্ষাকালে চোখের স্বাস্থ্যের ওপর বড় প্রভাব পড়ে। বর্তমান সময়ে হাত, নাক বা মুখের সুরক্ষা নিয়ে সচেতনতা বাড়লেও, চোখের সুরক্ষার বিষয়টি অনেকেই এড়িয়ে যান। বাতাসে অতিরিক্ত আর্দ্রতার কারণে এই মরসুমে ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস এবং অ্যালার্জেন দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে। ফলে কনজাঙ্কটিভাইটিস (চোখ ওঠা), আঞ্জনী এবং কর্নিয়ার সমস্যার মতো বিভিন্ন সংক্রমণের প্রকোপ বাড়ে।

চোখ সুরক্ষিত রাখার প্রয়োজনীয় উপায়

চোখ চুলকাবেন না: হাত দিয়ে বারবার চোখ ঘষলে হাতে থাকা জীবাণু চোখে ছড়ায় এবং কর্নিয়ায় ক্ষত তৈরি হতে পারে। বৃষ্টির জলের হাত থেকে রক্ষা: চোখে বৃষ্টির জল লাগলে বা জল ছিটে লাগলে অবিলম্বে পরিষ্কার ও নিরাপদ পানীয় জল দিয়ে হালকাভাবে চোখ ধুয়ে নিন।

ব্যক্তিগত জিনিস শেয়ার করবেন না: তোয়ালে, রুমাল কিংবা চোখের প্রসাধন (যেমন কাজল বা মাসকারা) অন্যের সঙ্গে শেয়ার করা বন্ধ করুন।

চশমা ব্যবহার করুন: বাইরে বেরোনোর সময় নোংরা বাতাস এবং বৃষ্টির হাত থেকে চোখ বাঁচাতে সাধারণ চশমা বা সানগ্লাস ব্যবহার করুন।

কনট্যাক্ট লেন্স ও প্রসাধন ব্যবহারের সতর্কতা

লেন্সের পরিচ্ছন্নতা: কন্ট্যাক্ট লেন্স নিয়মিত পরিষ্কার করুন এবং প্রতিদিন তাজা লেন্স সলিউশন ব্যবহার করুন। প্রবল বৃষ্টিতে লেন্স পরা এড়িয়ে চলাই ভালো। পুরোনো মেকআপ বর্জন: আর্দ্র আবহাওয়ায় পুরোনো মেকআপের মধ্যে ব্যাকটেরিয়া সহজে বাসা বাঁধে। তাই নিয়মিত চোখের মেকআপ সামগ্রী পরিবর্তন করুন। মেকআপ তোলা জরুরি: চোখের গ্রন্থিগুলো আটকে যাওয়া থেকে বাঁচাতে রাতে ঘুমোনোর আগে অবশ্যই সমস্ত মেকআপ ভালোভাবে পরিষ্কার করুন।

সংক্রমণ হলে করণীয়

নিজের ইচ্ছামতো ওষুধ নয়: ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া দোকান থেকে কিনে বা পুরোনো কোনো প্রেসক্রিপশনের ড্রপ (বিশেষ করে স্টেরয়েডযুক্ত ড্রপ) চোখে দেবেন না। এতে সংক্রমণ আরও মারাত্মক রূপ নিতে পারে।

বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন: চোখে ক্রমাগত লালভাব, তীব্র ব্যথা, ফোলাভাব বা অস্বাভাবিক জল/পুঁজ পড়ার মতো লক্ষণ দেখা দিলে দ্রুত চক্ষু বিশেষজ্ঞের দ্বারস্থ হন।

পুলিশি অভিযানে বাজেয়াপ্ত প্রায় ২ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদন

মালদা: গত ২ অগাস্ট রবিবার মালদার মঙ্গলবাড়ি এলাকায় যৌথ অভিযানে বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থ ও নিষিদ্ধ কাশির সিরাপ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মালদা ও দক্ষিণ দিনাজপুর পুলিশের স্পেশাল অপারেশন টিমের অভিযানে একটি ফ্ল্যাট থেকে ২ কোটি ৪০ লক্ষ ৯৭ হাজার ৩৮০ টাকা, প্রায় ২০ গ্রাম সোনা এবং একটি ল্যাপটপ বাজেয়াপ্ত করা হয়। টাকা গোনার কাজ চলে সোমবার ভোর ৪টা পর্যন্ত।

একই অভিযানে খইহট্টা এলাকার একটি গুদাম থেকে প্রায় ৯ হাজার বোতল নিষিদ্ধ কাশির সিরাপ উদ্ধার করা হয়েছে, যার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ২০ লাখ ১৬ হাজার টাকা।

ঘটনায় পিন্টু সরকার (২৮), গোপাল চাকি (৩২) ও সুশান্ত হালদার (৩০) নামে তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, গত মাসে দক্ষিণ দিনাজপুরে ১,৫০০ বোতল নিষিদ্ধ সিরাপ উদ্ধারের ঘটনায় গ্রেপ্তার চার অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করেই মালদার এই চক্রের সন্ধান মেলে। সেই সূত্র ধরেই রবিবার রাতে অভিযান চালানো হয়।

বুনিয়াদপুরের এসডিপিও শুভতোষ সরকার জানান, উদ্ধার হওয়া নগদ অর্থ, সোনা ও নিষিদ্ধ সিরাপ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এই চক্রের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

'সড়ক নিরাপত্তা সপ্তাহ ২০২৬'

নিজস্ব প্রতিবেদন

কলকাতা: পথ দুর্ঘটনা কমানো এবং ট্র্যাফিক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত ৩ অগাস্ট সোমবার থেকে রাজ্যজুড়ে শুরু হল 'সড়ক নিরাপত্তা সপ্তাহ ২০২৬'। পার্ক সার্কাস সেভেন পয়েন্ট ক্রসিংয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সপ্তাহব্যাপী এই কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন কলকাতা পুলিশের কমিশনার অজয় নন্দ। কলকাতা ট্র্যাফিক পুলিশের উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে হেলমেট ও সিটবেল্ট ব্যবহারের গুরুত্ব, ট্র্যাফিক আইন মেনে চলা এবং পথচারীদের নিরাপত্তা বিষয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দ বলেন, "সারা বছরই পথ নিরাপত্তা নিয়ে কাজ করা হলেও এই বিশেষ সপ্তাহে সচেতনতা বৃদ্ধির ওপর বাড়তি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।" তিনি জানান, ট্র্যাফিক আইন ভঙ্গের জন্য যে জরিমানা করা হয়, তার মূল উদ্দেশ্য শাস্তি দেওয়া নয়, বরং মানুষকে সচেতন করা। সকলকে ট্র্যাফিক নিয়ম মেনে চলার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, হেলমেট ও সিটবেল্ট ব্যবহারে আরও দায়িত্বশীল হলে ভবিষ্যতে পথ দুর্ঘটনার সংখ্যা কমানো সম্ভব হবে।

অনুষ্ঠানে কলকাতা পুলিশের উদ্যোগে ৩২টি বায়ো টয়লেটের উদ্বোধন করা হয়। পাশাপাশি পার্ক সার্কাস সেভেন পয়েন্টের সামনে কলকাতা ট্র্যাফিক পুলিশের একটি নতুন আউটপোস্টেরও উদ্বোধন করেন পুলিশ কমিশনার।

সপ্তাহব্যাপী এই কর্মসূচির অংশ হিসেবে শহরের বিভিন্ন এলাকায় সচেতনতামূলক প্রচার, ট্র্যাফিক বিধি সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং নিরাপদ সড়ক ব্যবহারের বার্তা পৌঁছে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে কলকাতা ট্র্যাফিক পুলিশ।

ট্র্যাফিক সচেতনতা কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: জাতীয় ট্র্যাফিক সপ্তাহ উপলক্ষ্যে গত ৩ অগাস্ট সোমবার কোচবিহার শহরের কাচারী মোড়ে পথ নিরাপত্তা ও ট্র্যাফিক আইন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশেষ সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। কর্মসূচিতে সারদা বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করে।

এদিন পথচলতি মানুষ, যানবাহনের চালক ও সাধারণ নাগরিকদের ট্র্যাফিক আইন মেনে চলা, মোটরসাইকেল চালানোর সময় হেলমেট ব্যবহার, চার চাকার গাড়িতে সিটবেল্ট বাঁধা, জেব্রা ক্রসিং ব্যবহার করে রাস্তা পারাপার এবং নিরাপদ সড়ক ব্যবহারের বিষয়ে সচেতন করা হয়। শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন সচেতনতামূলক বার্তা ও প্রচারের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে পথ নিরাপত্তার গুরুত্ব তুলে ধরে।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ছোটবেলা থেকেই শিক্ষার্থীদের মধ্যে ট্র্যাফিক আইন সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলা এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে নিরাপদ সড়ক ব্যবহারের অভ্যাস তৈরি করাই এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য।

এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার জেলা ট্র্যাফিক দপ্তরের উপ-পুলিশ অধীক্ষক বীরকম প্রসাদ, কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সুকুমার ঘোষ-সহ পুলিশ প্রশাসনের অন্যান্য আধিকারিকরা। তাঁরা সকলকে ট্র্যাফিক নিয়ম মেনে চলার আহ্বান জানান এবং নিরাপদ সড়ক গড়ে তুলতে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

রাজ্যে চা ও বস্ত্র শিল্পে কেন্দ্রীয় বিনিয়োগের বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন

কলকাতা: রাজ্যে চা এবং বস্ত্র শিল্পের সার্বিক উন্নয়নে বিশাল পরিমাণের মূলধন বিনিয়োগ করতে কেন্দ্র সরকার অত্যন্ত আগ্রহী বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ৬ আগস্ট বৃহস্পতিবার কলকাতায় আয়োজিত চতুর্থ 'কলকাতা কচার এক্সপো'-র উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি জানান, গত ৪ জুলাই দিল্লি সফরে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের সঙ্গে রাজ্যের আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে বৈঠকের সময় এই বিষয়ে ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বিশেষ করে রাজ্যের বন্ধ হয়ে পড়ে থাকা অন্তত ২৫টি চা বাগানের শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষা এবং নদীয়ার শান্তিপুর ও পূর্ব বর্ধমানের পূর্বস্থলীর মতো তন্তুবায় সমৃদ্ধ এলাকার ঐতিহ্যবাহী বস্ত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচনে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। আগামী আগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর রাজ্য সফরের সম্ভাবনা রয়েছে উল্লেখ করে তিনি ব্যবসায়ী মহলকে এই 'অমৃত কাল'-এর পূর্ণ সুযোগ নিয়ে রাজ্যে বিনিয়োগের আহ্বান জানান। শিল্পপতিদের প্রস্তাব পাঠানোর অনুরোধ জানানোর পাশাপাশি রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি কঠোর হাতে দমন এবং বস্ত্র শিল্পের স্বার্থে প্রয়োজনে রাজ্য বিধানসভায় বিদ্যমান আইন সংশোধনেরও পূর্ণ আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

ওষুধের দোকানে চুরি

নিজস্ব প্রতিবেদন

শিলিগুড়ি: সম্প্রতি শিলিগুড়ির নিবেদিতা রোডের একটি ওষুধের দোকানে রাতে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। অভিযোগ, প্রায় পাঁচজনের একটি চোরের দল টোটো করে এসে দোকানে চুরি চালায়। স্থানীয় সূত্রে খবর, চোরেরা প্রথমে দোকানের শাটার ভাঙার চেষ্টা করে। ব্যর্থ হয়ে লোহার রড দিয়ে শাটার খুলে ভিতরে ঢোকে। চারজন বাইরে পাহারায় থাকলেও একজন দোকানের ভিতরে ঢুকে ক্যাশবাক্সে থাকা প্রায় এক লক্ষ টাকা নিয়ে পালিয়ে যায়।

সকালে দোকান খুলতে এসে বিষয়টি জানতে পেরে হতবাক হয়ে পড়েন দোকানের মালিক অনিত রাঠোর। পরে সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে তিনি প্রধাননগর থানায় খবর দেন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ইনজুরি রিপোর্টে লাগবে স্বাক্ষর ও রেজিস্ট্রেশন নম্বর

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: আঘাত সংক্রান্ত মেডিক্যাল রিপোর্ট বা ইনজুরি রিপোর্ট তৈরির ক্ষেত্রে চিকিৎসকদের আরও সতর্ক হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হল কোচবিহার মহারাজা জিতেন্দ্র নারায়ণ (এমজেএন) মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে।

সম্প্রতি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট তথা ভাইস প্রিন্সিপালের জারি করা নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, প্রতিটি ইনজুরি রিপোর্টে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসককে তাঁর পূর্ণ স্বাক্ষর এবং মেডিক্যাল রেজিস্ট্রেশন নম্বর উল্লেখ করতে হবে। পাশাপাশি রিপোর্ট বিস্তারিত ও স্পষ্ট হাতের লেখায় তৈরি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, কোচবিহার জেলা জজ কোর্ট ভবনে আয়োজিত জেলা পর্যায়ের মনিটরিং কমিটির বৈঠকে ইনজুরি রিপোর্টের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়। কোচবিহারের চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতেই এই নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে বলে হাসপাতাল সূত্রে খবর।

নির্দেশিকাটি হাসপাতালের সমস্ত চিকিৎসকের কাছে পাঠিয়ে তা কঠোরভাবে মেনে চলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে এর প্রতিলিপি জেলা প্রশাসন, পুলিশ, স্বাস্থ্য দপ্তর এবং মেডিক্যাল কলেজের সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের কাছেও পাঠানো হয়েছে।

মারধর, দুর্ঘটনা বা অন্যান্য ঘটনায় আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসা সংক্রান্ত ইনজুরি রিপোর্ট পুলিশি তদন্ত ও বিচারপ্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ নথি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তাই রিপোর্টে চিকিৎসকের পরিচয়, স্বাক্ষর এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর স্পষ্ট থাকা জরুরি বলে জানিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

বনাঞ্চল উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন

শিলিগুড়ি: পরিবেশ সংরক্ষণ ও সবুজায়নের বার্তা ছড়িয়ে দিতে শিলিগুড়ি হর্টিকালচার সোসাইটির উদ্যোগে গত ৫অগাস্ট বুধবার শুরু হল 'বনাঞ্চল উৎসব ২০২৬'। এদিন সকাল ১১টায় শহরের বাঘাযতীন পার্ক সংলগ্ন এলাকায় উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়।

৫অগাস্ট থেকে ১৫অগাস্ট পর্যন্ত শহরের বিভিন্ন এলাকায় সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ৫ হাজার ফলজ, ঔষধি, বনজ ও ছায়াদায়ী গাছের চারা বিতরণ করা হবে বলে জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি হর্টিকালচার সোসাইটির সভাপতি, সম্পাদকসহ সংগঠনের অন্যান্য সদস্য, পরিবেশপ্রেমী, সমাজকর্মী ও স্থানীয়রা।

এই কর্মসূচির প্রতিপাদ্য ছিল 'গাছ বাঁচান, জীবন বাঁচান, সবুজে ভরুক ভবিষ্যৎ'। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বক্তারা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বাসযোগ্য পৃথিবী গড়ে তুলতে বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব তুলে ধরেন।

বাজার পরিদর্শনে দিনহাটার প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিবেদন

দিনহাটা: বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখতে গত ২ অগাস্ট রবিবার নাজিরহাট বাজারে পরিদর্শন চালাল সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশ ও দিনহাটা-২ ব্লক প্রশাসনের একটি প্রতিনিধি দল। সকাল প্রায় ১১টা নাগাদ বাজারের বিভিন্ন সবজি, মুদি-সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দোকানে গিয়ে দামের তালিকা খতিয়ে দেখেন আধিকারিকরা। পাশাপাশি ক্রেতা ও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে বাজারের সার্বিক পরিস্থিতিরও খোঁজ নেন।

জানানো হয়, সাধারণ মানুষের স্বার্থে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য যাতে নির্ধারিত ও ন্যায্য মূল্যে বিক্রি হয়, তা নিশ্চিত করতেই এই বিশেষ নজরদারি চালানো হচ্ছে। কোথাও অতিরিক্ত মূল্য আদায় বা অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হয়।

সেদিনের পরিদর্শনে ছিলেন সাহেবগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক নকুল রায়, দিনহাটা-২ ব্লকের যুগ্ম বিডিও সৌরভ বসাক এবং বিআইও রাজদীপ ওরাওঁ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিজেপির দিনহাটা ৬ নম্বর মণ্ডল সভাপতি কৃষ্ণ বর্মন, প্রদ্যুৎ ঘোষ, তাপস ঘোষ, গাদল ঘোষ, আশুতোষ রায়, শান্ত বর্মন-সহ অন্যান্য বিজেপি নেতৃত্ব। নাজিরহাট বাজার পরিদর্শনের পর একই প্রতিনিধি দল বামনহাট বাজারেও গিয়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য পর্যালোচনা করেন। এই উদ্যোগে বাজারে স্বচ্ছতা বজায় থাকবে এবং সাধারণ ক্রেতারা উপকৃত হবেন বলে আশাবাদী সকলে।

ভাঙচুরের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন

দিনহাটা: তৃণমূল কংগ্রেসের দিনহাটা-২ ব্লক সভাপতি দীপক ভট্টাচার্যের বাড়িতে ভাঙচুরের অভিযোগ। ১ অগাস্ট শনিবার গভীর রাতে বামনহাট-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের পাথরশন এলাকায় তাঁর বাড়িতে এই ঘটনা ঘটে। রবিবার সকালে বিষয়টি সামনে আসে। বাড়ির বিভিন্ন অংশে ভাঙচুর চালানো হয়েছে। তবে এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত থানায় কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। এবিষয়ে বিজেপির নেতৃত্বের প্রতিক্রিয়া জানতে চাওয়া হলে তারা কোনও মন্তব্য করতে চাননি। ঘটনার প্রকৃত কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। লিখিত অভিযোগ পেলে বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে প্রশাসন সূত্রে ইঙ্গিত মিলেছে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পন্ডিত কর্তৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত।
● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96